সাম্যবাদ

● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৩ ● পাঁচ টাকা

আল্লামা শফী থেকে জাতীয় সংসদ : অবক্ষয়ের একই চিত্র!

সংস্কৃতির নতুন লড়াই গড়ে তুলুন

এ বড় কঠিন সময়! সরকার বাহাদুর একদিকে উন্নয়নের জোয়ারে দেশ ভাসিয়ে দিচ্ছেন, অন্যদিকে গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে ভাটার টান পড়েছে। দিশেহারা মানুষ বাঁচার পথ খুঁজছে। এমনই সময়ে দেশে আলোড়ন তুলল হেফাজতে ইসলামীর নেতা আল্লামা শফীর একটি বক্তব্য। নারীদের কেন্দ্র করে তার ওই বক্তব্য শুধু শিক্ষিত গণতন্ত্রমনা মানুষ নয়, দেশের সাধারণ মানুষকেও ভাবিয়ে তুলেছে। মানুষের মধ্যে যতটুকু গণতন্ত্র-প্রগতির বোধ, সভ্যতা-ভব্যতার ধারণা আছে, নারী-পুরুষ একসাথে দেশের মুক্তিযুদ্ধসহ যতগুলো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, তার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে যতটুকু চেতনা জাগ্রত হয়েছে – তাতেই মানুষ এর বিরুদ্ধে ছি ছি রব তুলেছে। বাধ্য হয়ে হেফাজতের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে বলা হয় যে, আল্লামা শফী এভাবে বলতে *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কার্ল মার্কস ও তাঁর অবদান সম্পর্কে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

"... ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মে; প্যারিসে মার্কসের সাথে সাক্ষাতের সময় দেখা গেল চিন্তাজগতের সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য রয়েছে। সেদিন থেকেই আমাদের যৌথ সংগ্রাম শুরু হয়। ... মার্কসের মতো বিরাট মানুষের পাশে থেকে দীর্ঘ ৪০ বছর কাজ করার সৌভাগ্য যার হয়েছে, সে হয়তো ভাবতে পারে নিজের যোগ্যতার যে স্বীকৃতি তার পাওয়া উচিত ছিল, মার্কসের জীবনকালে সে তা পায়নি। তারপর যখন বিরাট মানুষটির জীবনাবসান ঘটে, তার থেকে কম যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষটি তখন সহজেই স্বীকৃতি পেতে থাকে। যার যোগ্য সে নয়। মনে হয় বর্তমানে আমার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। ইতিহাসই একদিন এসব প্রশ্নের জবাব দেবে। ... নিজস্ব কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে আমার যা কাজ তা বাদ দিলে, আর যা আমার অবদান আমি না থাকলে মার্কস অতি সহজেই তা করতে পারতেন। কিন্তু যে কাজ মার্কস করেছেন, তা আমার পক্ষে কোন দিনই সম্ভব ছিল না। আমাদের সকলের চেয়ে অনেক উঁচুতে ছিলেন মার্কস। *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বর্তমান রাজনৈতিক সংকট প্রসঙ্গে

গণআন্দোলনের পথে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির বিকাশই একমাত্র সমাধান

ঈদের আগে ঢাকা শহরের বিলবোর্ডে 'উন্নয়নের জোয়ার' বয়ে গেল। গত সাড়ে ৪ বছরে মহাজোট সরকারের সাফল্যগাঁথা জনগণকে জানানোর জন্য রাতারাতি বিজ্ঞাপনে ঢেকে ফেলা হল রাজধানীকে। প্রধানমন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি বিভিন্ন বক্তৃতায় দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন – তারা যাতে সরকারের সফলতার কথা মানুষের কাছে ঠিকমত প্রচার করে। প্রশ্ন হল – মহাজোট সরকারের শাসনে দেশের উন্নতি হয়ে থাকলে জনগণ তো নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারার কথা, মানুষের 'চোখে আঙ্গুল দিয়ে' তা দেখিয়ে দিতে হচ্ছে কেন? আসলে, সাম্প্রতিক সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের ভরাডুবির মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে গণঅনাস্থার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাকে প্রচারের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে বিভ্রান্ত করা এবং দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা রাখতেই এই আয়োজন। কিন্তু কথায় বলে 'কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই'। তেমনি বিলবোর্ডে যতই উন্নয়নের ফিরিস্তি দেয়া হোক্, সাধারণ মানুষের জীবনে তার ছাপ কতটুকু?

মানুষ দেখছে – উন্নয়ন হয়েছে মন্ত্রী-এমপি-সরকার দলীয় নেতাদের, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার আর দুর্নীতির মাধ্যমে তারা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। পাশাপাশি উন্নতি হয়েছে লুটেরা ব্যবসায়ী-শিল্পপতি-দুর্নীতিবাজ সামরিক বেসামরিক আমলা চক্রের। পক্ষান্তরে বরাবরের মত সাধারণ মানুষ হাঁসফাঁস করেছে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, বিদ্যুৎ সংকট, সন্ত্রাস-নিরাপত্তাহীনতার আবর্তে। লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দফায় দফায় জ্বালানী তেল-বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানি সহ পরিসেবার দাম বাড়ানো, সার ও সেচের খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সাগর-রুনিসহ চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়া, ইলিয়াস আলী গুম ও লিমনকে পঙ্গু করার ঘটনাসহ নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ক্রসফায়ার-বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে প্রশ্রয়দান, শেয়ারবাজার ধস-হলমার্ক কেলেঙ্কারী-এমএলএম কোম্পানিসমূহের লুটপাটের হোতাদের বিচার না করা, টাকার বস্তাসহ রেলমন্ত্রীর এপিএস এর ধরা পড়া, বিভিন্ন মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের নামে দুর্নীতির অভিযোগ, পদ্মা সেতু প্রকল্প ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুর্নীতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সারা দেশে ছাত্রলীগ-যুবলীগের দখল-সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি, শিক্ষাঙ্গন-প্রশাসন-বিচারবিভাগ সহ সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণ ইত্যাদি ঘটনা মহাজোটের 'দিন বদলের সরকারের' দুঃশাসনের কিছু নমুনা। রোজার মাসে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি যতই দাবি করা হোক্, অভ্যন্তরীণ কোন্দলে যুবলীগ নেতা মিলকীর হত্যাকাণ্ড ও তার প্রতিক্রিয়ায় র‍্যাবের হাতে 'ক্রসফায়ারে' অভিযুক্ত আরেক যুবলীগ নেতা নিহত হওয়ার ঘটনা অপরাধ *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

আজ বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও দেশাত্মবোধ সুবিধার অস্ত্রে পরিণত হয়েছে

– কমরেড শিবদাস ঘোষ

... বুর্জোয়া স্বাধীনতা বা জাতীয়তাবোধের যে আদর্শকে উচ্চারণ করলে একদিন মানুষকে জান দিতে হত, আজ সেই বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধ্যানধারণা, দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেমের ধ্যানধারণা শোষকশ্রেণীর হাতে সুবিধার অস্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ সেই আদর্শবাদ আজ শোষকশ্রেণীর শাসন, জুলুম, আধিপত্য রক্ষার আদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে। এতে অবাক হবার কোনও কারণ নেই। ইতিহাসে কোনও আদর্শবাদই শাশ্বত, চিরস্থায়ী নয়। 'আদর্শের জন্য মানুষ' – এ কথাটা যদি এভাবেই বোঝেন যে, সমস্ত আন্দোলনের সামনেই একটা আদর্শ থাকে এবং সেই আদর্শের দ্বারা সমাজকে পরিবর্তন করতে হয় – এভাবে বুঝলে হয়তো কথাটা খানিকটা সত্য। কিন্তু, 'আদর্শের জন্য মানুষ' – কথাটা এভাবে বলার মধ্যে যে ধারণাটা প্রকাশ পাচ্ছে তা *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মাটিরাঙ্গায় সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় বাসদের নিন্দা ও প্রতিবাদ

গত ৩ আগস্ট খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গার তাইন্দং এলাকার সেটেলার বাঙালিদের দ্বারা পাহাড়ি গ্রামের ঘর-বাড়ি পোড়ানো, ভাঙচুর এবং লুটপাটের ঘটনায় বাসদ খাগড়াছড়ি জেলার পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এই ঘটনায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ঘর-বাড়ি পুনর্নির্মাণসহ যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ওপর এই হামলার দায় সরকার কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না। বিবৃতিতে বলা হয়, ১৯৮৬ সালে খাগড়াছড়ি জেলায় পাহাড়িদের ওপর এরকম আক্রমণের ঘটনা ঘটে এবং হাজার হাজার পাহাড়ি ভারতে আশ্রয় নেয়। প্রায় এক যুগ ভারতে মানবেতর শরণার্থী জীবন কাটিয়ে তারা দেশে ফিরে আসে। তাইন্দং এলাকার পাহাড়িরা কিন্তু এরপরও অনেক বছর তাদের এলাকায় ফিরে যেতে পারেনি। অনেকেই মাটিরাঙ্গা সদর বা জেলা সদরে বসবাস শুরু করেন। মাত্র কয়েক বছর আগে তাদের কেউ কেউ পুনরায় নিজের ভিটাবাড়িতে বসবাস শুরু করেন। অনেকেই তাদের *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কেন্দ্রীয়
রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির
২৮ আগস্ট - ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

গণআন্দোলনের পথে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির বিকাশই একমাত্র সমাধান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) জগতের সাথে শাসকদলীয়দের সংশ্লিষ্টতার চিত্র উন্মোচন করেছে। গার্মেন্টস শিল্প ও মালিকদের উন্নতি হলেও শ্রমিকদের ভাগ্য তাতে ফেরেনি। বরং কাজ করতে এসে মালিকদের মুনাফার লালসায় তাজরিন ফ্যাশন্স-রানা প্লাজায় বেঘোরে মারা পড়েছে শত শত শ্রমিক। মনুষ্যোচিত মজুরি ও অন্যান্য অধিকার দাবিতে রাস্তায় নামলে নির্যাতন-মামলা-ছাঁটাই এর শিকার হচ্ছে শ্রমিকরা। শ্রম আইন সংশোধনের নামে মালিকদের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। রোজার মাসে একদিকে বিলাসবহুল হোটেলে লক্ষ টাকার ইফতার পার্টির প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে শহরগুলোতে ভিক্ষুকের সারি দীর্ঘতর হয়েছে।

এইভাবে বেপরোয়া লুটপাট-দুর্নীতি-দখলদারিত্ব-সন্ত্রাস ও মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাকারী ভূমিকা মহাজোট সরকারকে গণবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ভুক্তভোগী জনগণ প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ এবং তারা পরিবর্তন চায়। বুর্জোয়া অর্থেও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব কম। এই অবস্থায় অতীত সরকারগুলোর মতই মহাজোট সরকারও সরকারি ক্ষমতা ও অর্থ-পেশীশক্তি ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে চায়। এজন্যই সে হাইকোর্টের রায়ের অজুহাতে একতরফাভাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিল করেছে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সরকারি দলের ভরাডুবির ধারাবহিকতায় জাতীয় নির্বাচনে বিপর্যয় ঠেকাতে নানা কায়দা-কৌশল খোঁজা হচ্ছে। মহাজোট সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে না গেলে জাতীয় পার্টি, বিএনপি-র একাংশ ও সম্ভব হলে জামাতকে নির্বাচনে এনে অনুগত দলগুলোকে দিয়ে পাতানো নির্বাচন করার ভাবনা অনেকদিন ধরেই বহুল আলোচিত। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে কখনো তৎপরতা, কখনো শৈথিল্যের সাথে এ পরিকল্পনার যোগসূত্র খুঁজে পান অনেকেই। এতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে জরুরি অবস্থা জারি করে নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার প্রস্তাবও না কি আলোচনায় আছে। ফলে অনিশ্চয়তা, সংঘাত ও নৈরাজ্যের আশংকা ঘনীভূত হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের যুক্তি হলো, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও নেই। উন্নত দেশগুলোতে দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন হয়, বাংলাদেশকেও সে জায়গায় যেতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, একসময় যে বাস্তবতার কারণে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন করেছিল, তার কি মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে? বুর্জোয়া দলগুলোর রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান কি এতদূর উন্নত হয়েছে যে তারা পরস্পরের প্রতি এবং জনগণ তাদের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করতে পারে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে? ফলে, নির্দলীয় সরকার না কি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দলীয় বা সর্বদলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার – আগামী নির্বাচন কোন্ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে এ নিয়ে বিরোধ ক্রমেই অমীমাংসেয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। সরকারি ও বিরোধী দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিএনপি মেনে নিলে সরকারপ্রধান কে হবেন – বর্তমান প্রধানমন্ত্রী না কি রাষ্ট্রপতি বা স্পীকার – এ নিয়ে দেনদরবার চলছে বলে শোনা যাচ্ছে। সমঝোতার মাধ্যমে সংকট নিরসন করা না গেলে আবারো সেনাবাহিনীর সমর্থনে ১/১১ মার্কা ‘জাতীয় সরকার’ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করা হতে পারে – এ আশংকাও রয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে তৎপর হয়ে উঠেছে আমেরিকা-ভারতসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দূতাবাস, ব্যবসায়ী মহল, সিভিল সোসাইটি, সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রগুলো। রাজনীতি ধাবিত হচ্ছে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পথে, জনগণ এখানে নীরব দর্শকমাত্র।

আজকে যে বিএনপি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি করছে তারাই দলীয় বিচারপতি নিয়োগ ও রাষ্ট্রপতিকে ব্যবহার করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কিভাবে অকার্যকর করে ফেলেছিল ও নীলনক্সার নির্বাচন করতে চেয়েছিল তা সবাই জানে। মহাজোটের দুর্নীতির বিপরীতে বিএনপি আমলে হাওয়া ভবনের লুটপাট মানুষ ভুলে যায়নি। পরিবারতন্ত্র কায়েম, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, দখলদারিত্ব, সন্ত্রাস, মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সংকট ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শাসন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। গণ-বিরোধী দুঃশাসনের কারণেই বিএনপিসহ ৪ দলীয় জোট সংসদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসেও দ্রুত গণধিকৃত শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। একইভাবে মহাজোট আরো বড় বিজয় নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়েও গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে কোন দলই পরপর দুই মেয়াদ ক্ষমতায় আসতে পারছে না। আসলে জনজীবনে সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে অক্ষত রেখে যারাই দেশ পরিচালনা করুক, তারা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ফলে মানুষ দ্রুত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পরিবর্তনের আশায় আরেক দলকে ভোট দেয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ-বিএনপি’র মধ্যে ক্ষমতার কোন্দল ও গোষ্ঠীস্বার্থে বিরোধ যতই থাকুক, উভয়ের শ্রেণীচরিত্র ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি একই। ফলে জনগণের অবস্থা দাঁড়ায় ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দেয়ার মতো।

আওয়ামী লীগ-বিএনপি এসব শাসকদলগুলো ক্ষমতার বাইরে থাকলে গণতন্ত্রের কথা বলে মুখে ফেনা তোলে, অথচ ক্ষমতায় গিয়ে স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচার কায়েম করে। এমনকি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে নির্বাচনী ব্যবস্থাকেও দলীয়করণ ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের এই যুগে আমাদের দেশের বুর্জোয়া দলগুলো যে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক চেতনা ও সংস্কৃতি আজ আর ধারণ করে না – এই ঘটনা তার প্রমাণ। দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বুর্জোয়াদের অক্ষমতাই (যা তাদের শ্রেণীগত-ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা) নির্বাচন নিয়ে বারেবারে সংকট সৃষ্টি হওয়ার কারণ। গণতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে বুর্জোয়ারা আজ ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করতে চাইছে – বিভিন্ন পুজিবাদী দেশে বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে তার মাত্রাগত ও রূপগত পার্থক্য যাই থাক্ না কেন।

আমরা মনে করি, শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলেই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না বা ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত করা যাবে না। এর জন্য নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশীশক্তি, ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা, প্রচারমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির ব্যবহার বন্ধসহ নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গত কয়েকটি নির্বাচনে আমরা দেখেছি – ‘মানি, মিডিয়া, ম্যানপাওয়ার আর মাসল’ ব্যবহার করে লুটেরা গণবিরোধী রাজনীতির পক্ষেই মানুষের ভোট টেনে নেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ বিশ্বব্যাপীই পুঁজিবাদী দেশগুলোতে নির্বাচনে অর্থ-প্রচারমাধ্যমকে ব্যবহার করে ধনিক শ্রেণীর দলগুলোর মধ্যেই ক্ষমতার পালাবদলে জনগণকে জিম্মি করে রাখা হয়। সত্যিকার অর্থে ‘অবাধ’ নির্বাচন বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় আজ আর সম্ভব নয়। তবে বাংলাদেশে এই মূহুর্তে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ন্যূনতম বুর্জোয়া অর্থেও নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য হবে না – এ আশংকা অত্যন্ত বাস্তব। ফলে, বর্তমান বাস্তবতায় আপেক্ষিক অর্থে জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার স্বার্থে এবং সকলের অংশগ্রহণে নির্বাচনের জন্য দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিকল্প নেই। নতুবা দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যেটুকু অবশেষ আছে তাও বিপন্ন হবে।

জনজীবনের সকল সমস্যকে চাপা দিয়ে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা নিয়ে বিরোধকে আজ আবারো দেশের সামনে প্রধান সংকট হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা হলেই কি জনগণের সকল সমস্যার সমাধান হবে? আওয়ামী লীগ-বিএনপি’র মধ্যে সমঝোতা হলেই কি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে? আমেরিকা-ইউরোপেতো নির্বাচন নিয়ে সমস্যা নেই। ওসব দেশে রিপাবলিকান-ডেমোক্রেট, কনজারভেটিভ-লেবার এভাবে নিয়মতান্ত্রিক দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা দাঁড় করানো হয়েছে। কিন্তু সেখানেও বেকারত্ব, বৈষম্য, জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় হ্রাস, শিক্ষার ফি বৃদ্ধি, যুদ্ধনীতি, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ ও আন্দোলন হচ্ছে কেন? প্রকৃতপক্ষে গরীব-মধ্যবিত্তের জীবনে আর্থিক সংকট যেভাবে বাড়ছে তাতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রধান ইস্যু হওয়ার কথা ছিল মূল্যবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি, দারিদ্র্য-বেকারত্ব, বিদ্যুৎসংকট, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি। কিন্তু বুর্জোয়া দলগুলোর সাংগঠনিক জাল ও প্রচারমাধ্যমের দৌলতে তাদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক কোন্দল এমনভাবে জনমনে প্রভাব বিস্তার করে যাতে জনগণের সমস্যা চাপা পড়ে যায়। একমাত্র বামপন্থী দলগুলো জনজীবনের সংকট নিরসন ও শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার কিছুটা চেষ্টা করলেও তাদের সাংগঠনিক শক্তির সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাবে তা এখনো রাজনীতিতে শক্তিশালী ধারা হয়ে উঠতে পারেনি। জনগণের পক্ষের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতির কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

এই অবস্থা আর কতদিন চলবে? মানুষের মধ্যে বিকল্পের আকাঙ্ক্ষা জোরদার হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, অরাজনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক পন্থায় চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ও দেশী-বিদেশী সুবিধাভোগী-লুটেরা গোষ্ঠীর স্বার্থে বিকল্প শক্তিসমাবেশ গড়ে তোলা হলেও তা জনগণের মুক্তি আনতে পারবে না। দ্বি-দলীয় ধারার বাইরে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো নিয়ে ধারাবাহিক গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথেই বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি নির্মাণ করতে হবে। সচেতন, সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় জনতাই দেশের অবস্থার সত্যিকার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

গোলাম আযমের বিচারের রায় প্রত্যাখ্যান

গণহত্যাসহ সকল যুদ্ধাপরাধের শিরোমণি হিসাবে গোলাম আযমের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রাপ্য

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ১৫ জুলাই সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া এক বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারে দেয়া গোলাম আযমের ৯০ বছর কারাদণ্ডের রায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, গোলাম আযম একজন সাধারণ যুদ্ধাপরাধী নন। তিনি ঘাতকচক্র রাজাকার-আলবদর-আলশামস গঠনকারীদের নেতা ও ১৯৭১ সালে সংগঠিত পাকিস্তানী বাহিনীর সংগঠিত গণহত্যা, নারী নির্যাতন, তথা যুদ্ধাপরাধের প্রধান সহযোগী, পরিকল্পনাকারী, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। ১৯৯২ সালে সংগঠিত গণআদালতে গোলাম আযমের অপরাধকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এটাই দেশবাসীর প্রকৃত প্রত্যাশা। কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত রায় জনগণের প্রত্যাশার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বাংলাদেশ শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ গোলাম আযমের বিচারের রায় প্রত্যাখ্যান করেছে।

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক ও মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্দিকুর রহমান, মবিনুল হায়দার চৌধুরী, মোশরেফা মিশু, মোশাররফ হোসেন নান্নু, জোনায়েদ সাকি, ইয়াসিন মিয়া ও হামিদুল হক এক যুক্ত বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আযমের মানবতাবিরোধী অপরাধ সম্পর্কে প্রদত্ত রায়কে প্রত্যাখান করেছেন এবং বলেছেন ট্রাইবুন্যালের তথ্য-উপাত্ত ও পর্যবেক্ষণের সাথে প্রদত্ত রায় সংগতিপূর্ণ নয়। পাঁচটি ধারায় উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সন্দেহতীতভাবে প্রমাণীত হওয়ায় সর্বোচ্চ শাস্তির পরিবর্তে কারাদণ্ড দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা উলে-খ করেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদারদের প্রত্যক্ষ সহযোগি হিসাবে গণহত্যাসহ সংঘটিত সকল যুদ্ধাপরাধের শিরোমণি হিসাবে মূল দায়িত্ব পালন করেছেন গোলাম আযম ও তার দল জামায়াত ইসলামী। ১৯৯২ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গঠিত গণআদালতও গোলাম আযমকে যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে প্রতীকী মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছিল। আজ ২১ বছর পর গোলাম আযম সম্পর্কে প্রদত্ত রায়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ উলে-খ করেন যুদ্ধাপরাধীদের শিরোমণি গোলাম আযমকে সর্বোচ্চ শাস্তি না দেয়াকে সরকারের সাথে জামায়াতের গোপন কোন সমঝোতার ফলাফল কিনা জনমনে ইতিমধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। নেতৃবৃন্দ রায়ে জামায়াত ইসলামকে যুদ্ধাপরাধী ও প্রতারক সংগঠন হিসাবে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নির্বাচন কমিশনের প্রতি বাম মোর্চা

নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাহীন করে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করার আত্মঘাতি ও অপরিণামদর্শী তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করুন

১৬ আগস্ট গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের দুই দিন ব্যাপী সভা শেষে গৃহীত প্রস্তাবে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাহীন করার আত্মঘাতি ও অপরিণামদর্শী তৎপরতা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশন চরম স্বেচ্ছাচারী পন্থায় যেভাবে নিজেদেরকে নখদন্তহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অপতৎপরতায় লিপ্ত তাতে এই নির্বাচন কমিশনের উপর জনগণের আস্থা রাখার আর কোন সুযোগ থাকছে না। নির্বাচনী বিধির গুরুতর লংঘনের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা রহিত করাসহ যে সমস্ত প্রস্তাব করা হয়েছে তা কার্যকরি হলে নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হবে এবং তখন এই নির্বাচন কমিশন দিয়ে আর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না। প্রস্তাবে নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী এবং কালো টাকা ও পেশীশক্তিনির্ভর বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন ও গণতান্ত্রিক করতে রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদের মতামত নেবার দাবি জানানো হয়েছে।

বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এর সভাপতিত্বে তোপখানা রোডে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, গণতান্ত্রিক বিপ-বী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারন সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, বাসদের মহিনউদ্দিন চৌধুরী লিটন এবং মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, এড. আব্দুস সালাম, বহ্নিশিখা জামালী, শহীদুল ইসলাম সবুজ, ফখরুদ্দীন আতিক প্রমুখ।

সভায় গৃহীত আরেক প্রস্তাবে ভারতীয় চাপে নেয়া সুন্দরবন বিপন্নকারী রামপালে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পকে পরিবেশগত সার্টিফিকেট প্রদান করায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানানো হয় এবং বলা হয় সরকারের প্রভাবে এই ধরনের ভূয়া সার্টিফিকেট প্রদান করে পরিবেশ বিধ্বংসী রামপাল প্রকল্প জায়েজ করা যাবে না। প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে রামপালে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়।

সর্বহারার মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

শোধনবাদী-সংস্কারবাদী প্রবণতার কবল থেকে মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্তাকে রক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে আসুন

৫ আগস্ট মানবমুক্তির দর্শন মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা মহান কার্ল মার্কসের সহযোগী ও সর্বহারাশ্রেণীর মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর ১১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী এবং এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ-এর ৩৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে ৫ আগস্ট বিকাল সাড়ে ৪টায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, আলোচনা করেন কমরেড কমরেড শিবদাস ঘোষকে এক অসাধারণ মার্কসবাদী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ যখন বিশ্বের সর্বত্র পুরনো কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সংশোধনবাদের শিকার হয়ে গেছে, এবং সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে পরিণত হয়ে গেছে, তখন নূতনভাবে পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে কমরেড ঘোষের সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে হাতিয়ার করেই আমরা মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্তাকে সকল প্রকার শোধনবাদ-সংস্কারবাদ-সুবিধাবাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারব।

৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। আলোচনা সভার শুরুতে সর্বহারাশ্রেণীর এই দুই মহান নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী তাঁর আলোচনায় বলেন, মার্কসের জীবনাবসানের পর এঙ্গেলস মার্কসবাদকে সকল প্রকার শোধনবাদী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং মার্কসকে সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের নেতা, পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক হিসেবে উর্ধ্বে তুলে ধরার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা, লুডভিখ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান, পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উদ্ভব, এন্টি ড্যুরিং, প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতাসহ অসংখ্য পুস্তিকা রচনা করেন যা বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমরবিদ্যায় অনন্য শিক্ষা সর্বহারাশ্রেণীর সামনে রেখে গেছে। কার্ল মার্কসের সাথে রচনা করেছিলেন বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' যার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী সন্ধান পেয়েছিল শোষণমুক্তির দিশা।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে একটি সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে তোলার যে সংগ্রামে আমরা নিয়োজিত রয়েছি, সে শিক্ষা আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা থেকেই পেয়েছি। কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর সমকালের শুধুমাত্র তাঁর দেশেরই নয়, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে যত সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ করে পথনির্দেশ রেখে গিয়েছেন। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত পার্টি যখন অতি চতুরতার সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করে, তখন শিবদাস ঘোষ তাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে বিশ্বের কমিউনিস্টদের, বিশেষ করে রাশিয়ার কমিউনিস্টদের সতর্ক করে দেন। পরবর্তীকালে সোভিয়েত দেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে শোধনবাদ গড়ে ওঠার কারণ এবং একে পরাস্ত করার রাস্তা দেখান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আধুনিক সংশোধনবাদের হাত থেকে রক্ষা করার এই সংগ্রাম

সিলেট : ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও শিবদাস ঘোষ স্মরণে আলোচনা সভা ৫ আগস্ট সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ সিলেট জেলা শাখার আহবায়ক উজ্জল রায়ের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সুশান্ত সিনহা সুমনের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ সিলেট জেলা নেতা ফাতেমা ইয়াছমিন, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা রুবাইয়াৎ আহমদ, মদন মহন কলেজের আহবায়ক সঞ্জয় কান্ত দাস, শাবিপ্রবি শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিক ধর প্রমুখ।

কাউনিয়া কলেজে শহীদ জননী স্মরণ

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কাউনিয়া ডিগ্রী কলেজ শাখার উদ্যোগে গত ১১ জুলাই সকাল ১১টায় কলেজ মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। রঞ্জিত বর্মণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ মোফাজ্জল হোসেন। অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. শ্বাশত ভট্টাচার্য, প্রভাষক আবু দাউদ, মোঃ আশরাফুল আরেফিন হিমেল, বাসদ নেতা পলাশ কান্তি নাগ, ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু, সহ-সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন। পরিচালনা করেন কলেজ সংগঠক মোর্শেদা আক্তার মুক্তা। আলোচনা সভা শেষে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে বিতরণ করা হয়।

রৌমারীতে ক্ষুদিরামের আত্মাহুতি দিবস

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ১০৫তম আত্মাহুতি দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রৌমারী উপজেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ রৌমারী উপজেলার নেতা মহিউদ্দিন মহির, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু, রংপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক রেদওয়ানুল ইসলাম বিপুল, শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ, পরিচালনা করেন ইউসুফ। আলোচনা সভা শেষে একটি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে।

মদন মোহন কলেজকে সরকারিকরণ, শহীদ স্মৃতিফলক নির্মাণ, নতুন বিভাগ চালুসহ ৯ দফা দাবিতে আন্দোলন

মদন মোহন কলেজকে সরকারিকরণ, শহীদদের স্মৃতিফলক নির্মাণ, নতুন বিভাগ চালুসহ ৯ দফা দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট মদন মোহন কলেজ শাখা ৬ জুলাই ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করে। মিছিল পরবর্তী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কলেজ শাখার আহ্বায়ক সঞ্জয় কান্ত দাস এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মৃণাল সিংহ। বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রেজাউর রহমান রানা, কলেজ কমিটির সদস্য লিপন আহমেদ, রুবেল মিয়া প্রমুখ। মদন মোহন কলেজ ১৯৪১ সালে সিলেট অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ কলেজ একদিকে যেমন শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, তার পাশাপাশি স্বাধীনতার পূর্বাপর মানুষের মুক্তির আকুতিকে ধারণ করে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এরই সাক্ষ্য বহন করে ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে আছে সিলেটের ১ম শহীদ মিনার। কিন্তু আজ এই ঐতিহ্যবাহী কলেজ নানা সংকটে নিপতিত। ছাত্রাবাসের অভাব, পরিবহন সমস্যা, পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে দারুণভাবে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে ছাত্র ফ্রন্ট শত শত শিক্ষার্থীর অভিমতের ভিত্তিতে ২০০৮ সাল থেকে কলেজকে সরকারিকরণ, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, নতুন বিভাগ চালুসহ ৯ দফা দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন করে আসছে।

নোয়াখালী সরকারি কলেজের রাস্তা সংস্কার, সেমিনারে নতুন সংস্করণের বইসহ ৮ দফা দাবিতে আন্দোলন

কলেজে যাতায়াতের লিংক রোডসমূহ সংস্কার, লাইব্রেরি-সেমিনারে নতুন সংস্করণের বই ও দৈনিক পত্রিকা সরবরাহ, আবাসন সংকট নিরসনে হল-হোস্টেল নির্মাণ, ভর্তি সংকট নিরসনে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, ইন্টারমিডিয়েট ক্যাম্পাসে নতুন ভবন নির্মাণ ও ল্যাবরেটরি স্থাপন, স্বতন্ত্র পরীক্ষা হলের নাম 'শহীদ মুনির চৌধুরী' নামকরণসহ ৮ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে ছাত্র ফ্রন্ট নোয়াখালী সরকারি কলেজ শাখা। গত ৭ জুলাই বেলা ১১টায় কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিলসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন বিভাগ প্রদক্ষিণ শেষে বিজ্ঞান অনুষদের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশে মিলিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নোয়াখালী সরকারি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক পলাশের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্র ফ্রন্ট নেতা মোবারক করিম, কলেজ শাখার নেতা জসিম উদ্দিন খোকন, কাজী জহির উদ্দিন, ফখরুল ইসলাম ফরহাদ প্রমুখ।

হল নির্মাণ,পরিবহন সংকট নিরসন এবং শিক্ষা-গবেষণা ও ছাত্রকল্যাণে শতভাগ সরকারি অর্থায়নে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-মতবিনিময় সভা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ২ জুলাই বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয় ভাস্কর্য চত্বরে উন্মুক্ত ছাত্র মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শরীফুল চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানার পরিচালনায় এ মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠক কিশোর কুমার সরকার, কৃষ্ণবর্মণ ও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, উচ্চশিক্ষায় সরকারগুলোর বরাদ্দ দিন দিন কমছে। জনগণের কষ্টের ট্যাক্সের টাকায় প্রণীত বাজেটে সামরিক খাতসহ নানা অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হলেও শিক্ষায় বরাদ্দ মাত্র ১১.৭% যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। শাসকশ্রেণী শিক্ষাকেও পণ্য বানিয়ে একদল ব্যবসায়ীকে মুনাফা লাভের ব্যবস্থা করে দিতে চায়। সে উদ্দেশ্য থেকেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। ২৭/৪ ধারা তারই প্রমাণ। এই কালো আইন তীব্র ছাত্র আন্দোলনের চাপে বাতিল হলেও বেতন-ভর্তি-সেমিস্টার ফি কিন্তু কমানো হয়নি এবং একই সাথে হল নির্মাণ নিয়েও দৃশ্যমান কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি প্রশাসন। বক্তাগণ হল নির্মাণ, পরিবহন সংকট নিরসন এবং শিক্ষা-গবেষণা ও ছাত্রকল্যাণে শতভাগ সরকারি অর্থায়নে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

ডাক্তার নিয়োগ, ঔষধ সরবরাহ, অপারেশন থিয়েটার চালু এবং সকল প্রকার প্যাথলজি টেস্ট বিনামূল্যে করানোর দাবি

বাসদ সুন্দরগঞ্জ উপজেলা শাখার উদ্যোগে ৩১ জুলাই সকাল ১১টায় সুন্দরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্সে প্রয়োজনীয় ডাক্তার নিয়োগ, পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ এবং অপারেশন থিয়েটার চালু, সকল প্রকার প্যাথলজিক্যাল টেস্ট বিনামূল্যে হাসপাতালে করানো, অচল এ্যাম্বুলেন্স সচল, রোগীদের খাবারের পরিমাণ ও মান উন্নত করা, পর্যাপ্ত সংখ্যক নার্স নিয়োগ এবং অনিয়ম-দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধ করার দাবিতে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল শেষে হাসপাতালের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ গাইবান্ধা জেলা শাখার আহ্বায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, কাজী আবু রাহেন শফিউল্যা, বীরেন চন্দ্র শীল, কৃষ্ণ চন্দ্র পাল, নিতাই চন্দ্র বর্মন, আশরাফুল ইসলাম আকাশ প্রমুখ। সমাবেশ শেষে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা কর্মকর্তার মাধ্যমে সিভিল সার্জন বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

বাসদ দাড়িয়াপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে পল্লী বিদ্যুতের অনিয়ম-দুর্নীতি ও গ্রাহক হয়রানি বন্ধের দাবিতে স্থানীয় পল্লী বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করা হয়

কার্ল মার্কস ও তাঁর অবদান সম্পর্কে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বহু দূরের জিনিষ বিরাট ব্যাপ্তি নিয়ে অত্যন্ত দ্রুত তিনি দেখতে পেতেন। আমরা বড় জোর ট্যালেন্টেড। কিন্তু মার্কস ছিলেন জিনিয়াস। তিনি না থাকলে সর্বহারা বিপ-বের তত্ত্ব আজকের জায়গায় পৌঁছাতে পারতো না। তাই সঠিকভাবেই এই তত্ত্বকে বলা হয়েছে মার্কসবাদ।”

“পুঁজিপতি এবং শ্রমিকেরা যতদিন ধরে পৃথিবীতে আছে ততদিনের মধ্যে এমন কোনো বই বেরোয়নি শ্রমিকদের কাছে যার গুরুত্ব আমাদের আলোচ্য বইটির সমান। পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক নিয়ে, আমাদের সমগ্র বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা যে অক্ষের ওপর ঘুরছে তা নিয়ে এই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা হল; আর তা করা হয়েছে এমন সম্পূর্ণতা ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যা শুধু একজন জার্মানের পক্ষেই সম্ভব। ওয়েন, সাঁ-সিমোঁ বা ফুরিয়ের লেখা এখনও মূল্যবান এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে, তবু সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়ালে পর্যবেক্ষকের চোখে নিচেকার পার্বত্যদৃশ্য যেমনভাবে ধরা দেয়, তেমনই স্পষ্টভাবে এবং সমগ্রভাবে আধুনিক সামাজিক সম্পর্কের সমগ্র ক্ষেত্র দেখতে পারার মতো উচ্চতায় আরোহণের কাজটা একজন জার্মানের জন্যই রাখা ছিল।

অর্থশাস্ত্র এতদিন পর্যন্ত আমাদের শিখিয়েছিল যে, শ্রম হল সব সম্পদের উৎস আর সব মূল্যের চাবিকাঠি; অর্থাৎ দুটো জিনিসের উৎপাদনে যদি সমান শ্রমকাল লেগে থাকে তাহলে তাদের মূল্য হবে সমান, এবং একটির বিনিময়ে অন্যটিকে নেওয়া চলবে, কারণ গড়পড়তার হিসাবে কেবল সমান সমান মূল্যেরই পারস্পরিক বিনিময় সম্ভব। কিন্তু অর্থশাস্ত্র সঙ্গে সঙ্গে একথাও শেখায় যে, এক ধরনের সঞ্চিত শ্রমও আছে, যাকে আখ্যা দেওয়া হয় পুঁজি, এই পুঁজির মধ্যে এমন সহায়ক উৎস আছে যার ফলে পুঁজি জীবন্ত শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা শতগুণ, সহস্রগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং তারই বদলে দাবি করে একটা নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ যাকে বলা হয় মুনাফা বা লাভ। আমাদের সবারই জানা আছে যে বাস্তবক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা ঘটে এমনভাবে যাতে সঞ্চিত মৃত শ্রমের মুনাফা ক্রমাগত আরও বিশাল আকার ধারণ করতে থাকে, পুঁজিপতির পুঁজি ক্রমাগত হয়ে উঠতে থাকে আরও বিপুল, অথচ জীবন্ত শ্রমের মজুরি ক্রমাগত কমে যায় আর শুধু মজুরির ওপরই নির্ভর করে যে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বেঁচে আছে তাদের সংখ্যা ও দারিদ্র্য আরও বেড়ে যায়। এই বিরোধের সমাধান কোথায়? কী করে পুঁজিপতির মুনাফা থাকে যদি শ্রমিক তার উৎপন্ন দ্রব্যে যেটুকু শ্রম যুক্ত করে দেয় তার পূর্ণমূল্য সে নিজেই পেয়ে যায়? অথচ তাই হওয়া উচিত, কারণ শুধুমাত্র সমান সমান মূল্যেরই পারস্পরিক বিনিময় চলে। অন্যদিকে, বহু অর্থতত্ত্ববিদেরা যা স্বীকার করেন, সেভাবে শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্য যদি শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তাহলে সমান সমান মূল্যের পারস্পরিক বিনিময় হয় কী ভাবে, শ্রমিক তার উৎপন্ন দ্রব্যের পূর্ণমূল্য পায় কী করে? এতদিন পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র এই বিরোধের সামনে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়েছিল; এমন সব কথা বিব্রতভাবে লিখে আসছে বা আমতা আমতা করে বলেছে যার কোনো অর্থ হয় না। এমন কি অর্থশাস্ত্রের পূর্বতন সব সমাজতন্ত্রী সমালোচকরাও এই বিরোধেরই উপর জোর দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি; এতদিন কেউ তার সমাধান করেননি। শেষ পর্যন্ত এখন মার্কস একেবারে মুনাফার মূল পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিলেন কী প্রক্রিয়ায় মুনাফার উৎপত্তি হয়; তার ফলে সবকিছু তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ... ...

মার্কস তাহলে উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কে নতুন কী বলেছেন? কেমন করে এটা সম্ভব হল যে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতন মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব মোক্ষম আঘাত হানল এবং তা সমস্ত সভ্য দেশেই, অথচ রদবের্তুস সমেত মার্কসের পূর্বগামী সমস্ত সমাজতন্ত্রীদের মতবাদ ব্যর্থ হয়ে মিলিয়ে গেল? ...

প্রিস্টলি এবং শেলের সঙ্গে লাভুয়াজিয়ের যে সম্পর্ক, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের ক্ষেত্রে পূর্বগামীদের সঙ্গে মার্কসেরও ঠিক একই সম্পর্ক। আমরা এখন উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের যে অংশটিকে উদ্বৃত্ত মূল্য বলি, তার অস্তিত্বের কথা মার্কসের বহু পূর্বেই নিরূপিত হয়েছিল। উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে আসল বস্তুটির কথা, অর্থাৎ প্রতিমূল্য হিসাবে কিছু না দিয়েই আত্মসাৎকারী যে শ্রমফল আত্মাৎ করে, সে-কথাও মোটামুটি স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল। কিন্তু এর বেশি আর কেউ এগোতে পারেনি। উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ঠিক কী অনুপাতে শ্রমের ফল ভাগ হয়, বড়জোড় সেই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাত একটি দল – ক্লাসিকাল বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদরা। অন্য দলটি – অর্থাৎ সমাজতন্ত্রীরা – এই বিভাজনকে অন্যায় বলে মনে করত এবং খুঁজত এই অন্যায় দূর করার ইউটোপীয় উপায়। হাতে পাওয়া অর্থনৈতিক সংজ্ঞার শৃঙ্খলেই উভয়েই আবদ্ধ হয়ে রইল।

তারপর এগিয়ে গেলেন মার্কস। তাঁর পূর্বগামীদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেই তিনি এগিয়ে এলেন। যেখানে তারা সমাধান দেখেছিল, তিনি সেখানে দেখলেন শুধু একটি সমস্যা। তিনি দেখলেন যে ব্যাপারটা ফ্লজিস্টনমুক্ত বায়ুও নয়, অগ্নিবায়ুও নয়, আসলে অক্‌সিজেন। তিনি দেখলেন যে ব্যাপারটা শুধু একটি অর্থশাস্ত্রের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা নয়, বা এই তথ্যের সঙ্গে চিরন্তন ন্যায় ও সত্যিকারের নীতিবোধের বিরোধও নয়; এখানে এমন একটি তথ্যের ব্যাপার রয়েছে যা সমগ্র অর্থশাস্ত্রে বিপ্লব আনবে এবং যে একে ব্যবহার করতে জানে তার হাতে সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা বুঝবার চাবিকাঠি তুলে দেবে। এই তথ্যের থেকে শুরু করে তিনি প্রচলিত সংজ্ঞা-বিভাগ সব যাচাই করে দেখলেন, ঠিক যেমন অক্‌সিজেনের ওপর ভিত্তি করে লাভুয়াজিয়ে ফ্লজিস্টিক রসায়নশাস্ত্রের প্রচলিত সংজ্ঞা-বিভাগগুলি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। উদ্বৃত্ত মূল্য কী তা জানার জন্য মার্কসকে জানতে হল মূল্য কী। প্রথমেই করতে হল রিকার্ডোর মূল্যতত্ত্বের সমালোচনা। এইভাবেই মার্কস মূল্য সৃষ্টিকারী গুণের দিক থেকে শ্রম নিয়ে অনুসন্ধান চালালেন এবং এই প্রথম তিনিই দেখালেন কোন শ্রম মূল্য উৎপাদন করে, আর কেন ও কীভাবে তা করে; দেখালেন যে মূল্য এই ধরনের পুঞ্জীভূত শ্রম ছাড়া কিছুই নয় – যে কথাটা রদবের্তুস জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেননি। তারপর মার্কস মুদ্রার সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের সম্পর্ক পরীক্ষা করে দেখলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন, অন্তর্নিহিত মূল্যগুণ থাকার দরুণ কেন এবং কীভাবে পণ্য ও পণ্য-বিনিময় থেকে পণ্য ও মুদ্রার বিরোধ সৃষ্টি হতে বাধ্য। এই ভিত্তির ওপর তিনি যে মুদ্রাতত্ত্ব রচনা করলেন তা হল প্রথম সম্পূর্ণ মুদ্রাতত্ত্ব, এবং এখন এ তত্ত্ব বিনা উচ্চাবাচ্যে প্রায় সবাই স্বীকার করে নেন। মুদ্রা কীভাবে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে এই রূপান্তর সাধনের ভিত্তি হল শ্রমশক্তির ক্রয় ও বিক্রয়। শ্রমের জায়গায় শ্রমশক্তিকে, মূল্য উৎপাদক গুণকে বসিয়ে মার্কস এক পলকে তেমন একটা অসুবিধা দূর করে দিলেন যার সামনে রিকার্ডীয় মতবাদ চূর্ণ হয়ে গেল : অর্থাৎ শ্রমের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণের রিকার্ডীয় নীতির সঙ্গে পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক বিনিময়ের সমন্বয় সাধনের অসম্ভাবিতা। স্থির ও পরিবর্তনশীল পুঁজির পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করে তিনিই প্রথম উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সত্যিকারের ধারাটির সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত অনুধাবন করতে সমর্থ হন, ও তার ব্যাখ্যাও এতে সম্ভব হল – এটা তাঁর পূর্বগামীরা কেউই করতে পারেননি। এইভাবে তিনি পুঁজির নিজের মধ্যেই একটা পার্থক্য স্থিরীকৃত করলেন যে ব্যাপারে রদবের্তুস বা বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদরা কেউই কিছু করে উঠতে পারেননি, অথচ এটিই হল জটিলতম অর্থতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি, ...। উদ্বৃত্ত মূল্যটাকেও আরও বিশ্লেষণ করে মার্কস এর দুটি রূপ, অর্থাৎ অনপেক্ষ এবং আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য আবিষ্কার করেন, পুঁজিবাদী উৎপাদনের ঐতিহাসিক বিকাশে এরা যে বিভিন্ন ধরনের, অথচ প্রতিক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ভূমিকা নিয়েছিল তাও মার্কস দেখিয়ে দেন। মজুরি সম্পর্কে প্রথম যুক্তিসঙ্গত যে মতবাদ আমরা পাই তা তিনি বিকশিত করে তোলেন উদ্বৃত্ত মূল্যের ভিত্তিতে এবং পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য ও তার ঐতিহাসিক ঝোঁকের বর্ণনাটাও তিনিই প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন ...।

[গত ৫ আগস্ট ছিল সর্বহারাশ্রেণীর মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের ১১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে এঙ্গেলস বিভিন্ন রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ এখানে মুদ্রিত হল।]

আজ বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও দেশাত্মবোধ সুবিধার অস্ত্রে পরিণত হয়েছে

– কমরেড শিবদাস ঘোষ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ‘এসেনসিয়ালি’ (মূলত) ভুল। ‘আদর্শের জন্য মানুষ’ নয় – সমাজের জন্য, মানুষের জন্য, প্রগতির জন্য আদর্শ। আদর্শের জন্ম হচ্ছে একদিকে মানুষের মননশীলতার সাথে প্রকৃতির প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব এবং অপরদিকে ব্যক্তিসত্তার সাথে তার সমাজ পরিবেশের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে, এবং এই অর্থে আদর্শের স্রষ্টা হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক। হঠাৎ একটা আদর্শ কোথাও থেকে এসেছে, আর তারপর মানুষের মস্তিষ্ক সেটাকে নিয়ে চলেছে – এইভাবে আদর্শের জন্ম হয়নি। সমাজের অভ্যন্তরে প্রগতির জন্য, বাঁচার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক ও প্রকৃতির সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে মননশীলতার সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলে ভাবজগতের জন্ম। এখানে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, মানুষের মস্তিষ্ক ও প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বাঁচার তাগিদে উৎপাদনের প্রয়োজনেই মানুষের মধ্যে প্রথম সমাজচেতনার উন্মেষ ঘটে এবং মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। তাই মানুষের জীবনও যেমন পাল্টাচ্ছে, প্রকৃতি যেমন পাল্টাচ্ছে, সমাজ পাল্টাচ্ছে – তেমনি মানুষ এবং প্রকৃতির সংঘর্ষের রূপও পাল্টাচ্ছে, তার চরিত্র পাল্টাচ্ছে। আর তার সঙ্গে আবার সমাজের সমস্যাগুলির রূপও পাল্টাচ্ছে। ফলে, আদর্শ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। আদর্শও পাল্টাতে বাধ্য। তাই সমস্ত আদর্শ বা আদর্শবাদেরই জন্ম-মৃত্যুর একটা ইতিহাস রচনা হয় এবং ইতিহাস আছে। শাশ্বত আদর্শ, শাশ্বতনীতি, অপরিবর্তনীয় শাশ্বত মূল্যবোধ – এসব মিষ্টি কথা, কিন্তু মিষ্টি বাজে কথা, কাজের কথা নয়। বড় মানুষের মুখ দিয়ে বেরোয় বলেই কোনো আদর্শ শাশ্বত সত্য হয়ে যায় না। কারণ, বড় মানুষের চিন্তাও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি ব্রহ্মার বরপুত্র নন! তিনি সামাজিক জীব। সমাজের অভ্যন্তরীণ আলোড়নে, সমস্ত সংঘর্ষের আলোড়নে, মানুষ ও প্রকৃতির সংঘর্ষের আলোড়নেই তাঁর চিন্তা আবর্তিত। তার উর্দ্ধে ওঠার ক্ষমতা কারুর নেই। তাই মার্কস বলেছেন যে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ‘প্রোডাকশন রিলেশন’ (উৎপাদন সম্পর্ক)। অনেকে মার্কসের এই উক্তিকে সংকীর্ণ অর্থকরী সম্পর্ক হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তা ভুল। ‘প্রোডাকশন’ (উৎপাদন) বলতে তিনি ‘স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন’ (ভাবগত উৎপাদন) এবং ‘মেটিরিয়াল প্রোডাকশন’ (বস্তুগত উৎপাদন) – দুটোই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, এই যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, মূল্যবোধ, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন-কানুন, ‘জুরিপ্রুডেন্স’ (বিচারশাস্ত্র) – এগুলো হচ্ছে ‘স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন অব হিউম্যান বিয়িং’ (মানুষের ভাবগত উৎপাদন)। আর, মেটিরিয়াল প্রোডাকশন হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে উৎপাদন হয় এবং আমরা যা ভোগ করি। সাথে সাথে মার্কস বলেছেন, এই বস্তুগত উৎপাদনকে যে শ্রেণি ‘কন্ট্রোল’ (নিয়ন্ত্রণ) করে, ভাবগত উৎপাদনকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং সমাজের বস্তুগত উৎপাদনটা যে শ্রেণির হাতে, যার নিয়ন্ত্রণে, যার আধিপত্যে – সমাজে ভাবগত উৎপাদন, অর্থাৎ সমাজের গোটা মানসিকতাকেও তারাই মূলত প্রভাবিত করে। এখানে মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারে বিরুদ্ধ শক্তিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তা সে যাই হোক, শিক্ষাব্যবস্থা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা – যা কোন একটা ‘গিভেন’ (বিশেষ) শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রচলিত, তা যতদিন ধরেই প্রচলিত থাক না কেন, যেভাবেই মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করুক না কেন – তার সঠিকতা – তার চরিত্র প্রগতিশীল, না প্রতিক্রিয়াশীল – তা আমাদের উপকার করবে, না সমাজপ্রগতিকে আজ বাধা সৃষ্টি করবে – এ বিচার সবসময়ই করতে হয়। আর, এ বিচার করার সময় মনে রাখতে হয় যে, এই মূল্যেবোধ কোন্ বিশেষ ধরনের ‘প্রোডাকশন সিস্টেম’ (উৎপাদন ব্যবস্থার) অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ‘সুপারস্ট্রাকচার’ (উপরিকাঠামো)। সমাজ যখন শ্রেণিবিভক্ত হয়নি, সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা যখন ব্যক্তিগত বা শ্রেণির অধিকারে যায়নি, সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনেই যখন উৎপাদন হত, তখন সমাজচিন্তাও শ্রেণিবিভক্ত হয়নি। কিন্তু, যখন থেকে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়েছে তখন থেকে সমাজচিন্তাও শ্রেণিরূপ ধারণ করেছে। একদিকে মালিকশ্রেণি বা শোষকশ্রেণির চিন্তা, অপরদিকে শোষিতশ্রেণির চিন্তা। একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা, অপরদিকে প্রগতিশীল চিন্তা – এ দুটোই আছে। একটি বিশেষ সমাজের মধ্যে যেভাবে সমাজচিন্তা একটি ব্যক্তির মধ্য দিয়ে ‘পারসনিফিকেশন’ (ব্যক্তিকরণ) ঘটে – তাই হ’ল ব্যক্তিচিন্তা। তাই, কী করে ব্যক্তি শ্রেণির উর্দ্ধে, সমাজের উর্দ্ধে উঠবেন? রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বা বিবেকানন্দের চিন্তা হচ্ছে সমাজচিন্তার একটি বিশেষ ধরনের ব্যক্তিকরণ। এই চিন্তা আবার সমাজচিন্তাকে প্রভাবিত করছে – এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমাজচিন্তা ও ব্যক্তিচিন্তার পারস্পারিক সম্বন্ধ ‘ডায়ালেক্‌টিক্যাল’ (দ্বন্দ্বমূলক) অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্বন্ধ – একে অপরকে প্রভাবিত করে। এখানে মূল যে কথাটা মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে, সমাজচিন্তাই ব্যক্তিচিন্তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, ব্যক্তিকৃত হয়, ব্যক্তিকরণ হয় – এরই নাম ব্যক্তিচিন্তা। ‘পারসনিফিকেশন অব সোস্যাল থিঙ্কিং ইজ ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কিং’। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সামাজিক চিন্তা যেখানে শ্রেণিচিন্তা সেখানে কোন ব্যক্তিই শ্রেণিস্বার্থ থেকে মুক্ত ব্যক্তি নয়। যিনি যত বড় মহামানবই হোন, তিনি এটা উপলব্ধি করতে পারুন আর না পারুন – কোনও না কোনও শ্রেণিস্বার্থের সাথে সবাইকে যুক্ত হয়ে পড়তে হয়, কোনও না কোনও শ্রেণির চিন্তাকেই তাকে প্রতিফলিত করতে হয়। ফলে, এরূপ অবস্থায় জেনে হোক বা না জেনে হোক, যখন কোনও না কোনও শ্রেণির চিন্তার সাথে সবাইকে যুক্ত হয়ে পড়তে হচ্ছে তখন বাস্তবে কোনও না কোনও শ্রেণিস্বার্থ নিয়েই চলব, অথচ নিজে ভাবতে থাকব – ‘আমি কোন শ্রেণির সাথেই যুক্ত নই, আমি গোটা সমাজের স্বার্থ নিয়ে ভাবছি’ – এর চেয়ে অজ্ঞতা ও আত্মপ্রতারণা আর কিছু হতে পারে না।” *[যুব সমাজের প্রতি]*

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা

“নভেম্বর বিপ্লব থেকে আর যে শিক্ষাটা আমাদের নিতে হবে তা হচ্ছে, বিপ্লবের জন্য তিনটি শর্ত দরকার। প্রথম শর্ত – সঠিক আদর্শ, তত্ত্ব এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে একটি সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত শক্তি নিয়ে উপস্থিত হওয়া। এই মৌলিক প্রশ্নকে বাদ দিয়ে এবং মূল রাজনৈতিক লাইনের গুরুত্বকে খাটো করে যাঁরা শুধু সাংগঠনিক শক্তির কথাই বলেন তাঁরা মূল বিষয়টাকে গোলমাল করেন। ... লেনিনের বক্তব্যে, বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ জিনিস আছে। বিপ্লবের জন্য দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট। প্রথমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তরে বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির যুক্তফ্রন্ট এবং এই স্তর উত্তীর্ণ করবার পর পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের অবশ্যপ্রয়োজনীয় যুক্তফ্রন্ট, অর্থাৎ প্রোলেটারিয়ান ইউনাইটেড ফ্রন্টের জন্ম দেওয়া। বিপ্লবের জন্য তৃতীয় অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে, সংযুক্ত এবং সম্মিলিত লড়াইগুলোর মধ্য দিয়ে জনগণের নিজস্ব সংগ্রামী হাতিয়ার – যাকে জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া বোঝায় তা গড়ে তোলা – যেগুলো মিউনিসিপ্যাল কমিটির মতো বা সকল পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্তফ্রন্টের এলাকাগত বা জেলাগত যে কমিটিগুলি গড়ে ওঠে তেমন ধরনের হবে না। এ হবে খানিকটা রাশিয়ার শ্রমিক-চাষীর সোভিয়েটের মতো সংগঠন যেগুলো শ্রমিক-চাষীর সম্মিলিত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে এবং যাদের কর্মধারা গ্রহণ করবার, বর্জন করবার এবং কর্মধারাকে বাস্তবে প্রয়োগ করবার মতো নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকবে। এই তিনটি শর্ত পূরণ না হলে বারবার সংগ্রামের ঢেউ আসবে, বারবার লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ দেবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে সংগ্রামে – কিন্তু বিপ্লব হবে না। বিপ্লব আর বিদ্রোহ, বিক্ষোভ এক জিনিস নয়। বিপ্লব হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সঠিক আদর্শ ও বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে জনগণের সংঘবদ্ধ, সচেতন ও সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান। আর এই শর্ত জনসাধারণ যত পূরণ করার দিকে এগিয়ে যাবেন তত ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে দেখা দেবে ...।” *[মহান নভেম্বর বিপ্লবের পতাকাতলে]*

মালিকী ব্যবস্থার শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিত করুন

বাংলাদেশ শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশনের প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা গত ২৫ জুলাই দিনব্যাপী তোপখানা রোডের সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল রায়।

প্রতিনিধি সভায় শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিপ্লবী ধারার ট্রেড ইউনিয়ন ও সংগঠন গড়ে তোলার সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনা করেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। এছাড়া সাংগঠনিক পরিস্থিতি ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন শ্রমিক নেতা মানস নন্দী, নিজাম উদ্দিন, সাইফুল ইসলাম কিরণ, হৃদেশ মোদী, আনম জাহের উদ্দীন প্রমুখ। সভায় বিভিন্ন জেলা, শিল্পাঞ্চল ও সেক্টরের প্রতিনিধিরা নির্ধারিত বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

প্রতিনিধি সভা থেকে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার বাস্তবায়ন, গার্মেন্টস শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ঘোষণা, চা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়া এবং রিক্সা ও হকার উচ্ছেদ-হয়রানি বন্ধের দাবি জানানো হয়। সভা থেকে রানা প্লাজা ধসে ও তাজরিন ফ্যাশন্সে নিহত-আহত শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও কর্মস্থলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

প্রতিনিধি সভা থেকে পুঁজিবাদী মালিকী ব্যবস্থার শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিত করা এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য আব্দুস সালামের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য মোড়ল আব্দুস সালামের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৫ জুলাই খুলনার কপিলমুনিতে আলোচনা সভা, র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সাতটি বাম প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত 'বিপ্লবী সালাম স্মৃতি পরিষদ' এর উদ্যোগে এদিন সকালে র‌্যালি সহকারে আব্দুস সালামের স্মৃতি মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর বিকেলে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভার শুরুতে শোক সংগীতের সাথে শোক পতাকা উত্তোলন করেন আব্দুস সালামের স্ত্রী আফসা সালাম। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য এড. বিপ্লব কান্তি মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও স্মৃতিচারণ সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য এড. আ.ব.ম. নূরুল আলম, সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শেখ আতিয়ার রহমান, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোমিন উদ্দীন সরদার, জাতীয় গণফ্রন্টের নেতা মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীর জিল্লুর রহমান, ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা অধ্যাপক রেজাউল করিম, অধ্যাপক আবু বকর মোড়ল, দিলীপ সরকার, শেখ আবদুল হান্নান-সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কমরেড আব্দুস সালাম শোষণমুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে তিনি বলেছিলেন, "যাদের জন্য ঘর ছেড়েছি, যাদের জন্য পথে নেমেছি, সেই পথের মানুষের ঘরের ঠিকানা না দিয়ে ঐ ঘরে আর আমি ফিরে যাব না।" আব্দুস সালাম যুক্ত হয়েছিলেন জাসদ রাজনীতির সাথে। এরপর ১৯৮০ সালে বাসদ গঠিত হলে তিনি বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

বিদ্যাসাগর স্মরণ

বীরকন্যা প্রীতিলতা পাঠাগার : ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১২২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২৯ জুলাই বিকেল ৪টায় রংপুরের বীরকন্যা প্রীতিলতা পাঠাগারের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগার সম্পাদক রিপন রায়ের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন ড. মিজানুর রহমান নাসিম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সহ-সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন, কারমাইকেল কলেজ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু রায়হান বকসি। পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্টের কারমাইকেল কলেজের সাংগঠনিক সম্পাদক হোজায়ফা সাকওয়ান জেলিড।

নোয়াখালী : সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে ২৯ জুলাই সকাল ১১টায় সংগঠনের জেলা কার্যালয়ে জেলা সভাপতি বিটুল তালুকদারের সভাপতিত্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির স্কুল বিষয়ক সম্পাদক ছাত্রনেতা সত্যজিৎ বিশ্বাস, নোয়াখালি কলেজ শাখার আহ্বায়ক আনোয়ারুল হক পলাশ প্রমুখ।

ফেনী : ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে ৩০ জুলাই সকালে ফেনী পাবলিক লাইব্রেরি দোতলায় বিদ্যাসাগর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন ছাত্রনেতা সত্যজিৎ বিশ্বাস ও মাসুদ রেজা। নয়ন দাসের পরিচালনায় আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে কালিকাপ্রসাদ ঘোষের 'বিদ্যাসাগর' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ হল শাখার উদ্যোগে ২৯ জুলাই রাত সাড়ে ৮টায় জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১২২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সুদীপ চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, ছাত্র ফ্রন্ট ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, জগন্নাথ হল শাখার নেতা ভজন কুমার বিশ্বাস, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জয়রাম কর্মকার, পরিচালনা করেন পীযূষ রায়। আলোচনা সভার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সদস্যবৃন্দ এবং সঙ্গীত বিভাগের শিক্ষক দেব প্রসাদ দা সঙ্গীত পরিবেশন করে। এছাড়া ২৯ জুলাই সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবং জগন্নাথ হল চত্বরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ মনীষীদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি প্রদর্শন করা হয়।

বিজ্ঞানী মাদাম কুরি স্মরণ

মহান বিজ্ঞানী মাদাম কুরি স্মরণে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২২ জুলাই সকাল ১০টা থেকে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে আলোচনা সভা ও তাঁর জীবনী নিয়ে সিনেমা প্রদর্শনী হয়। অনুষ্ঠানে নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞান মঞ্চের নোয়াখালী জেলার সংগঠক কাজী জহির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জুলফিকার হায়দার এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাবেক জেলা সভাপতি মাসুদ রেজা।

রাঙ্গামাটিতে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কর্মশালা

'নতুন নতুন স্কুল চাই, সৃজনশীল পদ্ধতির পরিপূরক আয়োজন চাই' স্লোগানকে সামনে রেখে সৃজনশীল মনন, বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশু কিশোর মেলার উদ্যোগে ২৩ জুলাই সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটি জেলা সদরের রাজবাড়ি এলাকায় এক স্কুল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ছিল। কর্মশালা পরিচালনা করেন স্কুল সংগঠক তনয় ত্রিপুরা, আলোচনা করেন স্কুল সংগঠক মুক্তা ভট্টাচার্য, কলিন চাকমা। কর্মশালায় স্কুলে স্কুলে দেয়ালিকা প্রকাশ, বড় মনীষীদের জীবনী নিয়ে আলোচনার আয়োজনসহ নানা সৃষ্টিশীল কাজ হাতে নেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয়। আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত পরিবেশন ও চলচিত্র প্রদর্শিত হয়।

বাসদ পাঠচক্র ফোরাম গঠিত

রাঙ্গামাটি : গত ২৬ জুলাই সকালে রাঙ্গামাটি সদরের বনরূপাস্থ কাটাপাহাড় গ্রামে বাসদ সংগঠক ও শুভার্থীদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোধি সত্ব চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন দলের চট্টগ্রাম জেলা আহ্বায়ক কমরেড মানস নন্দী। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বোধি সত্ব চাকমা-কে সমন্বয়ক এবং কলিন চাকমা, জয় কুমার চাকমা, তনয় ত্রিপুরা, চন্দন ত্রিপুরা ও অন্তিম মারমা-কে সদস্য করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট রাঙ্গামাটি জেলা পাঠচক্র ফোরাম গঠিত হয়।

ফেনী : ২১ জুলাই বিকেলে বাসদ ফেনী জেলা পার্টি অফিসে আয়োজিত কর্মী সভায় সভায় জসীম উদ্দীন-কে আহবায়ক এবং বাদল চক্রবর্তী, মাসুদ রেজা, নিজাম উদ্দীন ও অনুপম পাল-কে সদস্য করে ফেনী জেলা পাঠচক্র ফোরাম গঠিত হয়। কর্মী সভায় আলোচনা করেন পার্টির কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল ও কমরেড দলিলের রহমান দুলাল।

ছাত্র ফ্রন্টের কাউন্সিল

নোয়াখালি কলেজ : ২৮ জুলাই নোয়াখালি সরকারী কলেজ শাখার ১০ম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় এবং আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়। কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় স্কুল বিষয়ক সম্পাদক সত্যজিত বিশ্বাস। কাউন্সিলে আনোয়ারুল হক পলাশ-কে আহ্বায়ক, জসীম উদ্দিন-কে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্যবিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কুড়িগ্রাম : সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কুড়িগ্রাম জেলা শাখার কাউন্সিল গত ২০ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু। কাউন্সিলে কামরুন্নাহার-কে আহ্বায়ক ও স্বপন রায়কে সদস্য সচিব করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।

রিক্তার ধর্ষক ও হত্যাকারীদের গ্রেফতার এবং এতিমখানার ছাত্রীর সাথে প্রতারণাকারী কর্মকর্তার শাস্তির দাবি

গত ৪ জুলাই সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী রিক্তা'র ধর্ষক ও হত্যাকারীদের গ্রেফতার এবং সরকারী মহিলা এতিমখানার দশম শ্রেণির ছাত্রী রোকসানার সাথে প্রতারণাকারী কর্মকর্তার শাস্তির দাবিতে ১নং রেলগেটে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি রোকেয়া খাতুনের সভাপতিত্বে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ গাইবান্ধা জেলা শাখার আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, নাগরিক পরিষদের আহবায়ক এড. সিরাজুল ইসলাম বাবু, রিক্তা হত্যার বিচারের দাবিতে গঠিত গণসংগ্রাম কমিটির আহবায়ক শেখ সামাদ আজাদ, নাগরিক আন্দোলনের আহবায়ক মির্জা হাসান, সাংবাদিক হেদায়েতুল ইসলাম বাবু, ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান, মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, হালিমা খাতুন

৪ জুলাই শিশু কিশোর মেলা গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে রিক্তার ধর্ষক ও হত্যাকারীদের গ্রেফতার এবং দশম শ্রেণির ছাত্রী রোকসানার সাথে প্রতারণাকারী কর্মকর্তার শাস্তির দাবিতে ১নং রেলগেটে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মেলার সংগঠক সালেহীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নিবিড়, বায়েজীদ, শিরিন সুমাইয়া। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

নারীর প্রতি অবমাননাকর-অশ্লীল বক্তব্য প্রদানকারী আল্লামা শফীর শাস্তির দাবি

ওয়াজ-মাহফিলের নামে নারীর প্রতি চূড়ান্ত অবমাননাকর, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদানকারী আল্লামা শফীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম। ১৩ জুলাই বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, ওয়াজ-মাহফিলের নামে একদল ধর্ম-ব্যবসায়ী নারীর প্রতি মধ্যযুগীয় বর্বর ধারণার প্রচার করে চলেছেন। এদের চোখে নারী লালসার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়। বাস্তবে এদের এই লালসা দেখতে মধ্যযুগীয় হলেও চরিত্রে পুঁজিবাদেরই ভোগবাদী পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিচ্ছবি। সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পপি চাকমার সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদাউস পপি।

অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা, মদ-জুয়া, নারী ও শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে সারাদেশে অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা, মদ-জুয়া, নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে গত ৩ আগস্ট দুপুর ১২টায় বিক্ষোভ মিছিল জেলা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে বাসদ কার্যালয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রোকেয়া খাতুনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদ গাইবান্ধা জেলার আহ্বায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, মনজুর আলম মিঠু, সংগঠনের সহ-সভাপতি কাউন্সিলর সুভাষিনী দেবী, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী প্রমুখ।

কাজ ও খাদ্যের দাবিতে পীরগাছার দেউতিতে কৃষক সমাবেশ

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট পীরগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে গত ১৩ আগস্ট সন্ধ্যায় উপজেলার দেউতি বাজারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পারুল ইউপি সংগঠক আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন জেলা বাসদ সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফিন তিতু, স্থানীয় সংগঠক হেলাল মিয়া প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ ক্ষেতমজুরদের সারাবছরের কাজ ও খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদান, বছরে ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালু, আর্মিরেটে রেশন চালু, বীজ-সার-ডিজেল-কেরোসিন-বিদ্যুৎ-সেচসহ সকল কৃষি উপকরণের দাম কমানো, কৃষি ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত, ভিজিডি- ভিজিএফ-বয়স্কভাতা-টিআর-কাবিখা-কর্মসৃজন প্রকল্পসহ সকল সরকারি সাহায্যের সংখ্যা, পরিমাণ ও সময় বৃদ্ধি, ঘুষ-দুর্নীতি-দলীয়করণ বন্ধ, সেটেলমেন্ট-তহশীল অফিস-রেজিষ্ট্রি অফিস-থানাসহ সর্বত্র ঘুষ-দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ, সহজ শর্তে বিনাসুদে কৃষি ঋণ প্রদান, সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে প্রয়োজনীয় ডাক্তার এবং পর্যাপ্ত ঔষধের ব্যবস্থা, ইজারাদারী-জুলুম-নির্যাতন বন্ধের দাবি জানান।

মিসরের গণতান্ত্রিক শক্তির অর্জিত বিরাট সংগ্রাম বিপন্ন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মানুষ আবার রাস্তায় নামে। এই সুযোগে আমেরিকা ও ইসরায়েলের মদদপুষ্ট হয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে।

একটা শক্তিশালী প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতির কারণে মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে প্রথমে সেনাবাহিনী ক্ষমতাকে করায়ত্ত করেছে, বিক্ষোভরত জনতাকে নির্মমভাবে দমন করেছে। সেনাবাহিনীর এই দমন-পীড়নে মৌলবাদী ব্রাদারহুড জনগণের সহানুভূতি অর্জন করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম ব্রাদারহুড মিশরের জনগণের আকাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পদদলিত করেছে। এখন তাদের সাথে ক্ষমতাদখল নিয়ে বিরোধ চলছে সেনাবাহিনীর। যার বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। একমাত্র মিসরের গণতান্ত্রিক শক্তির জাগরণই পারে এ অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করতে। বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির দায়িত্ব গণতন্ত্রের লক্ষ্যে সংগ্রামরত মিসরের জনগণের পাশে দাঁড়ানো।

আল্লামা শফী থেকে জাতীয় সংসদ : অবক্ষয়ের একই চিত্র!

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) চাননি। তার কথা বিকৃত করা হয়েছে।

সংসদে আল্লামা শফীর বক্তব্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানকার আলোচনায়ও কটুবাক্যের বন্যা বয়ে গিয়েছে। শুধু এ প্রসঙ্গেই নয়, কিছু দিন ধরে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সংসদে একের পর এক অশ্লীল ভাষার ব্যবহার হচ্ছে। কিছুতেই যেন লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না! নারীর প্রতি যে অবমাননাকর, মধ্যযুগীয় বর্বর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন শফীর বক্তব্যে ফুটে উঠেছে, দুঃখজনক হলেও সত্য যে তার বক্তব্যের নিন্দা করতে গিয়ে আমাদের সংসদ সদস্যরা, এমনকী দেশের প্রধানমন্ত্রীও শেষ পর্যন্ত শফীর মনোভঙ্গির বাইরে যেতে পারেননি। সংসদে নারী সদস্যরা যেভাবে কটুক্তি, গালিগালাজ করেছেন, তা থেকে বোঝা যায়, আমাদের দেশের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের চরিত্রের ন্যূনতম সাংস্কৃতিক বাঁধনও আজ আলগা হয়ে গিয়েছে।

সাধারণ মানুষের চোখে ধর্মীয় নেতারা শ্রদ্ধা-সম্মানের পাত্র। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত সংসদকেও তারা 'মহান' ও 'পবিত্র' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। আমাদের জনপ্রতিনিধিরা, 'দেশবরেণ্য' রাজনীতিকরা এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করেন। আজ ধর্মকে কোথায় নিয়ে চলেছেন আল্লামা শফীরা! সংসদের কী হাল করেছেন এই রাজনীতিবিদরা!

শফী সাহেবরা দেশের মানুষকে নীতি-নৈতিকতা শেখান। হাজার হাজার নারী-পুরুষ তাদের পদস্পর্শ করতে ছুটে আসে। অথচ তারা মনে করেন, নারীকে দেখে যে পুরুষের মনে ভোগের লালসা জাগ্রত হয় না, সে পুরুষ-ই নয়। বয়স্ক একজন ধর্মগুরু, যার দিকে মানুষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকায়, তার মনের ভাব আজ প্রকাশিত। এই কি সেই ইসলাম ধর্ম, জাহেলিয়্যাতের মধ্য থেকে যে নারীকে সম্মান ও মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিল?

সংসদে হেফাজতের নারীর প্রতি অবমাননাকর ১৩ দফা দাবির পক্ষে সাফাই গাইছেন যে সাংসদ, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে হেফাজত বা ইসলাম নির্দেশিত পথ অবলম্বন করেন না। এই হয়। ধর্ম, আইন, নৈতিকতা – সব গরিব মানুষের জন্য। তাদের পায়ে শোষণের বেড়ী পড়িয়ে রাখার জন্য। যাদের টাকা আছে, যারা দেশ চালায়, তাদের ধর্ম পালন করতে হয় না, আইন মানতে হয় না, নৈতিকতার ধার ধারতে হয় না। আর ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারীর প্রতি চরম কূপমণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে শাসকদের শোষণের হাতকে শক্তিশালী করছেন এই তথাকথিত ধর্মীয় নেতারা। এতে ধর্মের প্রসার ঘটছে না। বরং সীমাহীন উগ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা তৈরি হচ্ছে। যার রাশ টেনে ধরার ক্ষমতা এই ধর্মীয় নেতাদেরও নেই। আর একেই ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকার চেষ্টা করে শাসকদের দুই পক্ষ।

সংসদ বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষাকারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। যত মহান ও পবিত্র বলেই বুর্জোয়ারা তা মানুষের সামনে হাজির করুক না কেন, বাস্তবে সেখানে তারাই যাবে যারা দেশের পুঁজিপতি-শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করবে। রাষ্ট্র চলে পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের কথায়। নির্বাচন হয় তাদের টাকায়। সরকার এই বৃহৎ পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার মাত্র। এই পুঁজিপতিরা টাকার পাহাড় গড়েছে মানুষকে লুটপাট-শোষণ করে। মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে, মানুষকে রিক্ত-নিঃস্ব করে পথে বসিয়ে। যে ভাষায় মানুষের কাছ থেকে তারা লুটপাট করে, যে সংস্কৃতিতে, যে নিষ্ঠুরতায় মানুষের সর্বস্ব আত্মসাৎ করে, তারই প্রকাশ ঘটেছে সংসদে তাদের ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। এরা সংসদে ভদ্র ভাষায়ও কথা বলতে পারে। কিন্তু সেটা হবে অভিনয়। পুঁজিপতিদের ম্যানেজারি করা এই সাংসদ-রাজনীতিকরা দুর্নীতি-লুটপাটের সংস্কৃতিতে কথা বলবে – এটাই বাস্তব। যখনই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়, তখনই ভেতরের আসল ভাষা বেরিয়ে আসে। দুই জোটের সাংসদদের তাই করার কিছুই নেই। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে তারা নিজেদের আসল চেহারা লুকিয়ে রাখতে পারেননি এই যা।

অনেকদিন আগে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রমিকদের ওপর শোষণের চেহারা দেখে বলেছিলেন, মানুষকে পশুর স্তরে নামাতে না পারলে তাকে দিয়ে পশুর কাজ করানো যায় না। তিনি বলতে চেয়েছেন, মানুষকে বিবেক-মনুষ্যত্ব বর্জিত অবস্থায় টেনে নামাতে না পারলে তাদের ওপর এই নির্মম শোষণ-নিপীড়ন চালানো সম্ভব হয় না। এটা তো আমাদের সামনে জ্বলন্ত সত্য। কিন্তু তাঁর ওই কথার আরো একটি দিক আছে। মানুষকে যারা পশুর স্তরে টেনে নামায়, তাদের চরিত্রও ক্রমাগত নিচে নামতে থাকে। একটা না হলে আরেকটা হতে পারে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ইউরোপ-আমেরিকায়ও তো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আছে, সেখানেও তো শোষণ-লুটপাট চলে। সেখানকার সংসদে তো এত নির্লজ্জ দৃশ্যের অবতারণা ঘটে না। ইউরোপ-আমেরিকার সংসদে এরকম কিছু হয় না, সত্য। কারণ ব্রিজ-কার্লভার্ট-রিলিফ, গরিব মানুষের কাবিখা-ভিজিডির ১০০/৫০০ টাকা চুরির কাজে সেখানকার সংসদ সদস্যরা যুক্ত থাকেন না। ওখানে লুটপাট হয় একটা প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে, নিয়ম-কানুন মেনে। গোটা প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার কোটি টাকা তারা আত্মসাৎ করে। তাই প্রতিদিনের বখরার জন্য তারা মুখিয়ে থাকে না। ফলে, এত নির্লজ্জের মতো তাদের সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে না। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনও এই শোষণ-লুটের সংস্কৃতির বাইরে নয়। শত সতর্কতার মধ্যেও তাদের ব্যক্তি-জীবনের কথা যেটুকু প্রকাশিত হয়, তাতেও কি আমাদের চমকে উঠতে হয় না? মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনিডি, বিল ক্লিনটন কিংবা ইতালির প্রধানমন্ত্রী কার্লোস বার্লোসকুনি সম্পর্কে যেসব কথা বেরিয়ে এসেছে তাতে এটিই স্পষ্ট হয়।

এ বুর্জোয়া সমাজ নিকৃষ্ট, অধঃপতিত। কিছু লোকের ভোগবিলাসের জন্য এখানে বিপুল সংখ্যক মানুষকে চরম দুর্দশা ভোগ করতে হয়। অসংখ্য মানুষের রক্ত শোষণ করে কিছু মানুষের সম্পদ সৃষ্টি হয়। তাই এ ব্যবস্থা যেখানেই আছে সেখানেই শোষণ-লুণ্ঠন অবধারিত। আর লুণ্ঠনকারীদের, তাদের সহযোগিদের ভাষা-সংস্কৃতি কখনো মার্জিত হতে পারে না। বাংলাদেশেই হোক, আর ইউরোপের উন্নত হিসাবে পরিচিত দেশেরই হোক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধঃপতিত সংস্কৃতির ছাপ তাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দৃশ্যমান হবেই। সেটা যে-কোনও ভাবেই হোক। আমাদের সংসদে যেটা হল, সেভাবে হয়ত নাও হতে পারে। কিন্তু অন্য কোনো ভাবে হবেই। অথচ বুর্জোয়া ব্যবস্থার সূচনালগ্নে, যখন অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা ছিল, তখন তারই প্রতিফলন ঘটেছিল সংসদে। সেটা তর্ক-বিতর্কের কেন্দ্র ছিল। আব্রাহাম লিঙ্কনদের মতো রাষ্ট্রনায়কদের তখন জন্ম হয়েছিল। আজ সে সময় নেই।

বুর্জোয়াদের এই দুর্নীতি-লুটপাটের শৃঙ্খলের সাথে যারা নিচের স্তরে জড়িত, তাদের জীবনেও এর প্রকাশ থেকে থেকে ঘটছে। আমাদের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করা শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই ভালো মানুষ। বাস্তবে তা নয়। ডিগ্রিধারী মাত্রেই সে রুচিসম্মত-সংস্কৃতিবান হয় না। কারণ সমাজকে দেখেই সে শেখে। পুঁজিপতিশ্রেণী সমাজের স্তরে স্তরে দুর্নীতি-লুটপাটের চাষ করে এই গোটা সমাজকেই কলুষিত করেছে। তাই আমরা দেখি, মাদ্রাসা শিক্ষক অভিযুক্ত হন কিশোর বয়সী ছাত্রকে যৌন নিপীড়নের দায়ে, স্কুল শিক্ষক অভিযুক্ত হন শত ছাত্রীকে নিপীড়নের দায়ে, সন্তানের হাতে খুন হয় বাবা-মা। এক-দুজন অভিযুক্তকে হয়ত বিচার করা যাবে। কিন্তু এ প্রশ্ন কি আমাদের মধ্যে উঠবে না, কোন সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রতিদিন এসব অধঃপতিত মানুষের জন্ম দিচ্ছে?

তাই আজ কাউকে সংস্কৃতিবান-রুচিসম্মত হতে হলে, সৎ জীবনযাপন করতে হলে এই শোষণ-লুটপাট, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেই তা করতে হবে। এ ভিন্ন আর কোনও উপায় নেই। যে নিয়মে পুঁজিপতিরা লুটপাট-দুর্নীতি-অত্যাচার করছে, যার কারণে এই অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা-বিকৃতির জন্ম, সেই নিয়মকে মুখবুজে মেনে নিয়ে নিজে সংস্কৃতিবান-রুচিসম্পন্ন হওয়া যায় না। সেই নিয়মকে পাল্টানোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি অর্জন ও ধারণ করা সম্ভব। নিজের ভোগের জন্য, সুখের জন্য অপরকে শোষণ করা, বঞ্চিত করাই পুঁজিবাদের আদর্শ। আর এ অবক্ষয়ী আদর্শের ধারকরাই সমাজের মানুষের উপর ভয়াবহ অন্যায়-অত্যাচার করতে পারে। জন্ম দিতে পারে নীতিহীন-আদর্শহীন মানুষের। তার বিপরীতে, শোষণ-বৈষম্য-নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে আদর্শ, তার মধ্য দিয়েই চরিত্র গড়ে ওঠে এবং উন্নততর নৈতিকতা ও সংস্কৃতি তৈরি হয়।

তাই যারা আমাদের 'দেশবরেণ্য' নেতাদের, শ্রদ্ধেয় ধর্মগুরুদের কীর্তি দেখে লজ্জায় মুখ ঢাকছেন, তারা বিপরীত সংস্কৃতি গড়ে তোলারও লড়াইয়ে নামুন। তবেই এই তীব্র ঘৃণা যথার্থ ভাষা পাবে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা

নির্বাচনকেন্দ্রীক সংকট উত্তরণে প্রধানমন্ত্রী কোন আশা জাগাতে পারেননি ॥ ঐক্যমতের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন না হলে দেশ ও জনগণ ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে

১৯ আগস্ট গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সভায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে গত ১৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলা হয় নির্বাচনকেন্দ্রীক সংকট উত্তরণে প্রধানমন্ত্রী কোন আশাবাদ জাগাতে পারেননি। সংবাদ সম্মেলনে এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বক্তব্যে দেশের মানুষের মনে বরং আরো উদ্বেগ ও আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে বিরোধ-বৈরীতা আর অনাস্থা-অবিশ্বাস তাতে দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কোন অবকাশ নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমতের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন না হলে সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে দেশ ও জনগণ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। সংবিধানের দোহাই দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দলীয় সরকারের অধীনে জবরদস্তি করে নির্বাচন করতে গেলে তাতে সংকট আরো ঘনীভূত হবে এবং রাষ্ট্রে ক্ষমতায় অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের আশঙ্কাই কেবল বৃদ্ধি পাবে। সামরিক-বেসামরিক আমলা নিয়ন্ত্রিত ও জবাবদিহিতাহীন প্রচলিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাও এই সংকটের সমাধান নয়। বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ বলেন, নির্বাচনকেন্দ্রীক এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে হলে কালো টাকা, পেশীশক্তি, ধর্মের ব্যবহার, প্রশাসনিক ম্যানিপুলেশননির্ভর ও আনুগত্যের ভিত্তিতে গঠিত নির্বাচন কমিশনের আমূল পরিবর্তন করতে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা। নেতৃবৃন্দ এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে দেশবাসীকে ঐব্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। সকালে তোপখানা রোডে বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতা শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, গণতান্ত্রিক বিপ-বী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারন সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, বাসদের মহিনউদ্দিন চৌধুরী লিটন এবং আবুল হাসান রুবেল, ফখরুদ্দীন আতিক প্রমুখ।

সভায় দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক নাজিমউদ্দীন মোস্তানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং বলায় হয় ঋজু, তথ্যনিষ্ঠ ও ব্যতিক্রমী এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে দেশের সাংবাদিকতার এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল। সভায় তাঁর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা হয় এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

মহিলা ফোরামের পরিবর্তিত নাম 'বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র'

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, নারীদের প্রতি যে সামন্তীয়-কূপমণ্ডুক মনোভাব, যে অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে বিরাজ করছে, তার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক লড়াইটাই নারীমুক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কাজ। তিনি বলেন, নারীর মর্যাদা, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কখনোই সাফল্য লাভ করবে না যদি আমরা নারীমুক্তির সংগ্রামকে শোষণমুক্তির সংগ্রামের সাথে মিলিয়ে দিতে না পারি। তিনি নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারী আন্দোলন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সুলতানা আক্তার রুবি, সীমা দত্ত।

আলোচনা সভা শেষে নবগঠিত কমিটির পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। কাউন্সিলে কমরেড সীমা দত্ত-কে সভাপতি, কমরেড এড. সুলতানা আক্তার রুবি ও কমরেড পপি চাকমা-কে সহ-সভাপতি এবং কমরেড মর্জিনা খাতুন-কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন : সহ-সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য সোমা ও জান্নাতুল ফেরদাউস পপি, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিদীপা ভট্টাচার্য, দপ্তর সম্পাদক তাসলিমা নাজনীন সুরভী, অর্থ সম্পাদক তাছলিমা আক্তার বিউটি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আফসানা বেগম লুনা, এবং সদস্যরা হলেন ডা. রত্না বৈষ্ণব তনু, মাসুমা আল মাহবুবা, নাসিমা আক্তার, আসমা আক্তার, পূরবী চক্রবর্তী, ডা. ফাতেমা ইয়াসমিন ইমা, ডা. ইয়াসমিন আক্তার, অধ্যাপক রোকেয়া খাতুন।

২৬-২৭ জুলাই সংগঠনের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে মোট ৫২ জন কাউন্সিলর ও পর্যবেক্ষক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কাউন্সিল অধিবেশন ও কমিটি পরিচিতি সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পপি চাকমা এবং পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন। সভায় উপস্থিত ছিলেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। কাউন্সিলে সাংগঠনিক রিপোর্ট উপস্থাপন ও অনুমোদন, গঠনতন্ত্র উপস্থাপন ও অনুমোদন, ভবিষ্যত পরিকল্পনা উপস্থাপন ও অনুমোদন এবং নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়।

সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির নারী সংগঠন হিসাবে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ১৯৮৪ সালে ৫ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মহিলা ফোরাম নারীনির্যাতন প্রতিরোধসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে সাধ্যমতো অংশগ্রহণ করেছে। নারীসমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সকল স্তরের নারীদেরকে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত করার প্লাটফর্ম হিসাবে সংগঠনকে নতুনভাবে গড়ে তোলা এবং পুঁজিবাদী শোষণ ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার দ্বৈত শোষণের বিরুদ্ধে নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে নারী আন্দোলন বেগবান করার উদ্দেশ্যে কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে "সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম" এর নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র" রাখা হয়।

মাটিরাঙ্গায় সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বেদখল হয়ে যাওয়া জমি এখনও পর্যন্ত ফেরত পায়নি। এরকম অবস্থায় আবারো তাদের উপর আক্রমণ পরিকল্পিত বলেই প্রতীয়মান হয়। মাটিরাঙ্গা তথা খাগড়াছড়ি জেলাসহ সারাদেশেই এই সাম্প্রদায়িক হামলাসহ সকল ধরনের শোষণ-বিভেদ-নির্যাতন বন্ধে দেশের সকল বিবেকবান এবং সৎ মানুষদের প্রতি বিবৃতিতে আহ্বান জানানো হয়, এবং গ্রাম-মহল্লায় সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের আবেদন জানানো হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন জেলা বাসদের আহ্বায়ক জাহেদ আহমেদ টুটুল, সদস্য সচিব শাহাদাত হোসেন, জেলা ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি নাজির হোসেন এবং বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সাধারণ সম্পাদক কৃষ্টি চাকমা।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ এবং পার্বত্য অঞ্চলসহ সারাদেশে সাম্প্রদায়িক উসকানি বন্ধের দাবিতে বাসদ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে ৮ জুলাই মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল মহাজন পাড়াস্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে হতে শুরু হয়ে শাপলাচত্বর হয়ে মাস্টারপাড়া মোড় ঘুরে এসে মুক্তমঞ্চে সমাবেশ করা হয়, বক্তব্য রাখেন শাহাদাত হোসেন এবং নাজির হোসেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল বিপর্যয়! দায় কার?

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নিচের তুলনা থেকে :-

সার্কুলারে বলা হয়েছিল : (১) ২১০ দিন ক্লাস হতে হবে, (২) ক্লাস Suspend এর ২৮ দিন পর পরীক্ষা, (৩) ৩ মাসের (৮৫ দিন) মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

বিপরীতক্রমে কলেজগুলোর বাস্তব চিত্র : (১) ক্লাস হয় ৮০-৯০ দিন, (২) ক্লাস Suspend এর ১৮০ দিন পরও পরীক্ষা হয়নি, (৩) ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে ৯ মাস পর।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে অবকাঠামোগত আয়োজন, প্রশ্নপদ্ধতি, পঠনরীতি পরিবর্তন হবে এটাই স্বাভাবিক। যেকোন পরিবর্তন আনার আগে অবকাঠামোগত আয়োজন, নতুন সিলেবাস, প্রশ্নপদ্ধতির সাথে তাল রেখে পাঠদান পদ্ধতি ইত্যাদি বিবেচনা করা জরুরি। এসব না করে জরাজীর্ণ কাঠামোর উপর যত সৃজনশীল উদ্যোগই নেয়া হোক না কেন তা মানোন্নয়নের বদলে অবনমনই ঘটাবে।

নিম্নোক্ত অসঙ্গতিগুলো বর্তমান সময়ের ফলাফল বিপর্যয়ের প্রধান কারণ :

(১) নতুন সিলেবাস ও প্রশ্নপদ্ধতির আলোকে কলেজগুলোতে পাঠদান ও প্রস্তুত করা হয়নি। পুরনো রীতিতেই সবকিছু চলেছে। (২) ২১০ দিন ক্লাস হবার কথা। কিন্তু সেই ক্লাস নেবার জন্য শিক্ষক নেই। অথচ নিয়মে বলা আছে, কোনো বিষয়ে অনার্স থাকলে ৭ জন আর মাস্টার্স থাকলে ১২ জন শিক্ষক থাকবেন। কিন্তু কলেজগুলোতে গড়ে ৩/৪ জনের বেশি শিক্ষক নেই। যেমন- রংপুর কারমাইকেল কলেজে ফিন্যান্স ও মার্কেটিং বিভাগে একজন শিক্ষকও নেই। (৩) কলেজগুলোতে বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষা ও নানা ধরনের বন্ধ থাকার কারণে ৩ মাসের বেশি ক্লাস হবার সুযোগ নেই। (৪) প্রশ্নপদ্ধতি, পাঠদান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকদের কোনো প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা নেই। (৫) যতটুকু ক্লাস হয় তাও শিক্ষক-ক্লাসরুম স্বল্পতা, লাইব্রেরি-সেমিনারের ভগ্নদশায় পরিপূর্ণ ফলাফল নিয়ে আসে না। (৬) চার বছরের কারিকুলাম নির্দিষ্ট করেনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

সৃজনশীল গ্রেডিং পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা। গ্রেডিং সিস্টেমে ফেল বলে কথা নেই। অনান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো বিষয়ে F গ্রেড পেলেও সাপি-মেন্টারি পরীক্ষা দিতে পারে ছাত্ররা। তাহলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এতগুলো শিক্ষার্থী Not Promoted কেন? কারণ, প্রমোশন পাওয়ার ক্ষেত্রে কত ক্রেডিট অর্জিত হচ্ছে এর উপর এখানে প্রমোশন নির্ভর করছে না। বরং GPA-এর উপর নির্ভর করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস, পাঠদান, প্রশ্ন পদ্ধতি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের কারণে গত দুই বছরে শিক্ষার্থীরা ভালো গ্রেড পায়নি। বেশিরভাগ ছাত্রদের গ্রেড D/C। ফলে প্রায় সব ছাত্রের সব বিষয়ে মান্নোয়ন পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়েছে। এ সমস্যা দূর না করে সর্বনিম্ন গ্রেড নির্ধারণ (১ম বর্ষ থেকে ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ হতে জিপিএ লাগবে ১.৭৫) করা কতটুকু যৌক্তিক?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভঙ্গুর দশায় গ্রেডিং পদ্ধতি কোনো আধুনিকতার ছোঁয়া আনতে পারেনি। শুরুতেই সৃজনশীল প্রশ্ন ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তখন ছাত্রদের নানাভাবে সৃজনশীলের সুফল বোঝানো হয়েছিল এবং অটোপ্রমোশন দিয়ে ফলাফল বিপর্যয় আড়াল করা হয়েছিল। কিন্তু তখনও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়োগসহ নানা সংকটের প্রতিকার করেনি। তাই ফলাফল তথৈবচ! এবছর কর্তৃপক্ষ অটোপ্রমোশন বাতিল করায় পুরনো সমস্যা সামনে এল। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি, ফলাফল বিপর্যয়ের দায় বিশ্ববিদ্যালয়কেই নিতে হবে। অটোপ্রমোশন একমাত্র সমাধান নয়। তাই আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে :

(১) প্রমোশনে নির্ধারিত সর্বনিম্ন গ্রেড পয়েন্ট (১ম বর্ষে ১.৭৫/২য় বর্ষে ২.০০/৩য় বর্ষে ২.২৫) বাতিল কর। (২) এক বিষয়ে পাশ করলে প্রমোশন দিয়ে স্পেশাল মানোন্নয়ন পরীক্ষার ব্যবস্থা কর। উত্তরপত্র পুনঃমূল্যায়ন করতে হবে। (৩) প্রবর্তিত সৃজনশীল গ্রেডিং পদ্ধতি বাস্তবায়নে কলেজে পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন চাই। (৪) পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে কলেজে ২১০ দিন ক্লাস নিশ্চিত কর। সেশন জট নিরসনে একাডেমিক একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু কর। ৩ মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ কর। (৫) কলেজে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নির্মাণ, লাইব্রেরি ও সেমিনারে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ফল বিপর্যয়ের প্রতিবাদে হবিগঞ্জে ছাত্র ফ্রন্টের বিক্ষোভ

নতুন সংস্করণের পর্যাপ্ত বই ও মানসম্মত ল্যাবরেটরি চাই। (৬) চার বছরের কারিকুলাম নির্ধারণ করতে হবে। সিলেবাস সংক্ষিপ্ত (ক্লাস যতটুকু পড়ানো হয়) করতে হবে। (৭) নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের দ্বারা খাতা মূল্যায়ন করতে হবে।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম আইন বাতিল ও ৮ হাজার টাকা মজুরি নির্ধারণের দাবিতে বাম মোর্চার বিক্ষোভ

খাদ্যসহ দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি রোধ, শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল, গার্মেন্ট শ্রমিকদের ৮,০০০/- টাকা বেসিক মজুরি নির্ধারণসহ মানুষের বাঁচার দাবিতে ২৫ জুলাই বেলা ১২টায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা, গণতান্ত্রিক বিপ-বী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ নেতা আজিজুর রহমান, গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক এ্যাড. আব্দুস সালাম, বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা মানস নন্দি, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, উপস্থিত ছিলেন মোর্চার নেতা নাসিরুদ্দীন আহমেদ নাসু, নজরুল ইসলাম, ফখরুদ্দীন আতিক, বহ্নিশিখা জামালী, শামীম ইমাম।

সমাবেশে মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেন দ্রব্যমূল্যের ভয়াবহ উর্ধ্বগতির কারণে দেশের সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে। সরকারি প্রশাসনের সাথে যোগসাজসের কারণে মুনাফাখোর অসৎ সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা বাজারের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে জনগণের পকেট থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা কেটে নিচ্ছে। বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগ পুরোপুরী ব্যর্থতায় পর্যবশীত হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থাসহ অসৎ ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিদেশীদের খুশী করতে যে শ্রম আইন করা হয়েছে তাতে শ্রমিক স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। নতুন আইনে ট্রেড ইউনিয়ন করা কার্যত অসম্ভব করে তোলা হয়েছে। তারা মালিকদের সাথে প্রণীত শ্রম আইন প্রত্যাখান করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেসিক মজুরি ৮,০০০/- নির্ধারণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, তাজরিন ও রানা প-াজায় নিহত ও আহতদের পরিবারের পুনর্বাসন, উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ প্রদান করতে সরকার ও মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশের পর বৃষ্টির মধ্যে মোর্চার বিক্ষোভ মিছিল তোপখানা রোড ও বিজয়নগর প্রদক্ষিণ করে।

অন্যায্য কোটা ব্যবস্থা সংস্কার কর

(শেষ পৃষ্ঠার পর) লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী একদিকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে প্রতারিত হচ্ছে। বিভিন্ন সময় কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন হলেও এপর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলগুলো কোটা ব্যাবস্থার সংস্কার না করে সংরক্ষিত আসনে নিজেদের পছন্দমত দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়েছে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন ছাত্ররা যখন কোন যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলন করে তখন সেই আন্দোলনকে বানচাল করতে পুলিশ ও সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনকে ব্যবহার করে। কোটা ব্যাবস্থার যৌক্তিক সংস্কার এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলাকারী পুলিশ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের শাস্তির জোর দাবি জানান।

মুক্ত দুনিয়ার শত্রু!

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ধারণকৃত আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায় – ২০০৭ সালে জালালাবাদ শহরের বাইরে মার্কিন মেরিন সৈন্যরা তালেবান হামলা থেকে বেঁচে ফেরার পথে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১৯ জন সাধারণ মানুষকে প্রতিশোধমূলকভাবে হত্যা করে, আহত হয় পঞ্চাশের অধিক। ফাঁস হওয়া ইরাক-সংক্রান্ত একটি গোপন দলিলে উল্লেখ আছে – মার্কিন সেনাবাহিনীর সংগৃহীত তথ্যমতে ইরাক দখলের পর থেকে নিহত হওয়া বেসামরিক ইরাকীর সংখ্যা লক্ষাধিক, যা মার্কিনীরা ইতিপূর্বে অস্বীকার করে আসছিলো। ইরাক সরকারের পুলিশ ও সৈন্যদের হাতে হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ, বন্দি নির্যাতনের অসংখ্য অভিযোগের সাথে মার্কিন কর্তৃপক্ষ সরাসরি জড়িত।

বিশ্বব্যাপী মার্কিন দূতাবাসগুলো থেকে প্রেরিত ফাঁস হওয়া আড়াই লক্ষাধিক কূটনৈতিক তারবার্তা থেকে মার্কিন সরকারের জন্য বিব্রতকর অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন এবং জাতিসংঘে চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও বৃটিশ প্রতিনিধির ওপর গোপনে গোয়েন্দা নজরদারি চালাচ্ছে আমেরিকা।

মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্য হয়েও কেন তিনি মার্কিন গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন সে বিষয়ে ম্যানিং আদালতে জবানবন্দিতে ইতিপূর্বে বলেছিলেন – "আমি যে ভিডিও দেখেছি, তাতে দেখলাম ইরাকে বেশ কিছু নিরীহ লোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে উল্লাস করছে মার্কিন সৈন্যরা। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তারা আনন্দিত। এটা আমার কাছে অত্যন্ত আতঙ্কজনক। এদের মানবিক বোধ বলে কিছু নেই। যাদের মেরেছে তাদের বলছে ডেড বাস্টার্ডস। আর একে অপরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এই কাজ করার জন্য। আমি এই তথ্য ফাঁস করে দিয়েছি এই বিশ্বাস থেকে যে, এটা যদি উদঘাটন করা হয় তাহলে মার্কিন দেশের জনগণ জাগবে। তাদের মধ্যে আমাদের সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও সাধারণভাবে আমাদের বিদেশনীতি নিয়ে এবং সেই নীতি কিভাবে ইরাক, আফগানিস্তানে প্রয়োগ করা হচ্ছে তা নিয়ে বিতর্ক বাঁধবে, জনগণ সতর্ক হবে। সমালোচনার ঝড় উঠবে।"

মাত্র ২৫ বছর বয়সী এই তরুণকে সত্য প্রকাশের 'অপরাধে' গত ৩ বছর ধরে নির্জন কারাবাসে আটকে রেখে এবং তার ওপর মানসিক নির্যাতন চালিয়ে অবশেষে সম্প্রতি তাকে বাধ্য করা হয়েছে তার কৃতকর্মের জন্য আদালতে দুঃখ প্রকাশ করতে। এই হচ্ছে 'গণতন্ত্র ও মুক্ত দুনিয়ার' ভেকধারী আমেরিকার আসল চেহারা। যারা ইরাক-আফগানিস্তানে গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছে তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ম্যানিং-এর মত যারা মার্কিন সরকারের অপরাধ ফাঁস করেছে তারা হয়ে যায় রাষ্ট্রের শত্রু! ম্যানিং-এর সরবরাহ করা তথ্য প্রকাশ করেছে উইকিলিকস, যার প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ গত একবছর ধরে লণ্ডনের ইকুয়েডর দূতাবাসের চার দেয়ালের মধ্যেই থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ বাইরে বেরুলেই তাকে গ্রেপ্তার করবে ব্রিটিশ পুলিশ, তুলে দেবে আমেরিকার হাতে। গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি করার অভিযোগে তার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

একইভাবে মাসাধিককাল মস্কো বিমানবন্দরের ট্রানজিট লাউঞ্জে অবস্থানের পর রাশিয়ায় একবছরের জন্য আশ্রয় পেয়েছেন এডওয়ার্ড স্নোডেন। মার্কিন জনগণের ব্যক্তিগত ফোনকল, ই-মেইল ও ফেসবুক-টুইটার একাউন্টের ওপর 'জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা'(এনএসএ)-র গোপন নজরদারির তথ্য ফাঁস করে দেয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রের প্রকাশ্য শত্রুতে পরিণত হয়েছেন স্নোডেন। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে ওবামা প্রশাসন। স্নোডেন এর ফাঁস করা তথ্যে জানা গেছে - শুধু আমেরিকায় নয়, সারা বিশ্বে যেকোন মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভঙ্গ করে তার বিষয়ে যেকোন তথ্য সংগ্রহের মত আয়োজন করেছে সিআইএ। গুগল ও ইয়াহু কোম্পানি স্বীকার করেছে – সিআইএর তালিকা অনুযায়ী তারা কয়েক হাজার লোকের ব্যক্তিগত ই-মেইল, ফেসবুকের লেখা ইত্যাদি সিআইএকে দিয়েছে। মার্কিন সরকার সন্ত্রাসবাদ দমন ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই 'প্রিজম' কর্মসূচি নেয়া হয়েছে এই অজুহাত দিলেও বিরোধীদের দমনে এর ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই ঘটবে। বিশেষ করে ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন, আরব বসন্ত ইত্যাদির সময় তথ্যপ্রযুক্তি বা ইন্টারনেট ও সেলফোন ব্যবহারের মাধ্যমে যেভাবে বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে তার ওপর নজরদারি করার জন্য এই কর্মসূচি ব্যবহৃত হবে। এইভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতার সকল অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আমেরিকা একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে – মার্কিন জনগণের কাছেও তা স্পষ্ট হচ্ছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটন পোস্ট ও এবিসি নিউজ পরিচালিত জরিপে দেখা যায় – আমেরিকার সাধারণ মানুষ স্নোডেনকে অপরাধী মনে করে না, বরং তাকে একজন সমাজসেবক হিসেবেই দেখে যিনি তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে ফেরারী হতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ মার্কিন সরকার তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে দেখাতে চায়, কারণ তিনি মার্কিন রাষ্ট্রের চেহারা জনগণের কাছে উন্মোচন করে দিয়েছেন।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং গরিব মানুষের জন্য রেশনিং চালুর দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) চাল-ডাল-তেল-নুন-পেঁয়াজ-মরিচ, এমন কোনো জিনিস বাকি নেই যার মূল্যবৃদ্ধি শুরু হয়নি। অথচ সরকার নির্বিকার। কোনো তদারকি নেই। ভেজাল পণ্যে বাজার সয়লাব। খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন-সহ বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত দ্রব্য মেশানো হয়। কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বাজারে বাজারে দ্রব্যমূল্যের তালিকা টাঙানো, মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার দাবি জানান। একই সাথে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য টিসিবিকে কার্যকর করা, খাদ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু এবং গার্মেন্ট শ্রমিকসহ গ্রাম শহরে গরিব মানুষের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু করার দাবি জানান।

রংপুর : রোজায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, খাদ্য মজুদ বন্ধ, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ৮ জুলাই সকাল ১১টায় বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে রংপুরে মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন চলাকালে জেলা বাসদ সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা সদস্য পলাশ কান্তি নাগ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু। মানববন্ধন শেষে নগরীর প্রধান প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

ফরিদগঞ্জ : চালডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, লোডশেডিং বন্ধ, ফরিদগঞ্জ পৌর এলাকায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন, ডাকাতিয়া নদী থেকে অবৈধ ড্রেজিং করে বালু উত্তোলন বন্ধ, সিআইপি এরাকার জলাবদ্ধতা দূর ও দেশবিরোধী টিকফা চুক্তি বাতিলের দাবিতে ৭ জুলাই দুপুরে ফরিদগঞ্জে বাসদের উদ্যোগে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ ফরিদগঞ্জ উপজেলা শাখার সদস্য সচিব জি এম বাদশা, উপজেলা কমিটির সদস্য মোশারেফ হোসেন নান্নু ওয়াদুদ মিয়া, জাহাঙ্গীর হোসেন, মনির হোসেন, ফারুক আহমেদ প্রমুখ।

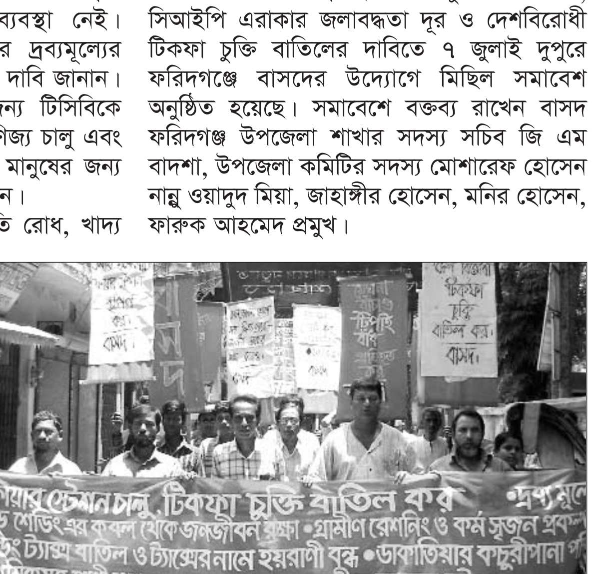

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে বাসদের বিক্ষোভ

ম্যানিং-স্নোডেন-অ্যাসাঞ্জ

মুক্ত দুনিয়ার শত্রু!

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আমেরিকার একটি সামরিক আদালত ব্র্যাডলি ম্যানিংকে অভিযুক্ত করেছে। এতে তার ৯০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। ব্র্যাডলি ম্যানিংকে ২০১০ সালের মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তিনি বাগদাদের কাছে একটি সামরিক ঘাঁটিতে গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মার্কিন সরকারের সংরক্ষিত তথ্যভাণ্ডার থেকে গোপন সামরিক ও কূটনৈতিক নথি সংগ্রহ করে তিনি ফাঁস করে দিয়েছিলেন জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ পরিচালিত তথ্য ফাঁসকারী নতুন ধারার গণমাধ্যম উইকিলিকস-এর কাছে। ম্যানিং-এর সরবরাহকৃত ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধের ভিডিও, সামরিক দলিল এবং বিভিন্ন দেশের মার্কিন দূতাবাসের প্রেরিত ই-মেইলগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতির আসল চেহারা বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছিল।

ম্যানিং-এর ফাঁস করা একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে – ২০০৭ সালের ১২ জুলাই বাগদাদে দুইটি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালিয়ে মার্কিন সৈন্যরা রাস্তায় হেঁটে যাওয়া ১২ জন নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। এদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের একজন সাংবাদিক ও একজন ক্যামেরাম্যানও ছিলেন। ঘটনাস্থলের আশেপাশে কোন গোলাগুলির ঘটনা ঘটেনি। সম্পূর্ণ বিনা কারণে, বিদ্বেষবশত বা নিছক মজা করার জন্য মার্কিন সৈন্যরা এই হত্যাকাণ্ড চালায়। হেলিকপ্টারে থাকা মার্কিনীদেরই একজনের ধারণ করা এই ভিডিওতে দেখা যায় – সৈন্যরা ইরাকীদের পড়ে থাকা লাশ দেখিয়ে হাসাহাসি করছে, বেজন্মা বলে গালি দিচ্ছে এবং খুন করার কৃতিত্বের জন্য একে অপরের পিঠ চাপড়াচ্ছে। এমনকি আহতদের চিকিৎসার জন্য অন্যরা এগিয়ে এলে তাদের ওপরও হেলিকপ্টার থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়। আফগানিস্তানে *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

সংগঠনের পরিবর্তিত নাম ‘বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র’

নারীমুক্তির সংগ্রামকে দৃঢ় করার প্রত্যয় ঘোষণা করে দুই দিনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল শেষে সংগঠনের নাম সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের পরিবর্তে ‘বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র’ নির্ধারণ এবং নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কাউন্সিল শেষে ২৭ জুলাই বিকাল সাড়ে ৩টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও নতুন কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পপি চাকমা, আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে পরিচিতি সভায় নারীমুক্তি কেন্দ্র-এর নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি

অন্যায্য কোটাব্যবস্থা সংস্কার করে মেধা ও যোগ্যতার প্রাধান্য নিশ্চিত কর

বিসিএস-সহ সকল সরকারি নিয়োগে অন্যায্য কোটা ব্যবস্থা সংস্কার, দলীয়করণ-দুর্নীতি বন্ধ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের হামলার বিচারের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১৪ জুলাই বেলা ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মলয় সরকার, রাশেদ শাহরিয়ার, শরীফুল চৌধুরী।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ৫৬ শতাংশ কোটা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। সমাজের অনগ্রসর অংশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোটা ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তা মেধা-যোগ্যতাকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কোটার যৌক্তিক সীমা কত হবে তা সমাজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ পেশাজীবি মানুষের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করতে হবে। দুর্নীতি দলীয়করণের কারণে *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষে ফলাফল বিপর্যয়ের দায় কার?

১৮ জুলাই বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ছাত্র ফ্রন্টের বিক্ষোভ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহ নানা সংকট জর্জরিত। আয়োজনের ভগ্নদশা দূর না করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার বলি হতে হয় শিক্ষার্থীদের। এ বছরও সৃজনশীল প্রশ্ন ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে ১ম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সারাদেশে গড়ে অকৃতকার্য হয়েছে প্রায় ৪৭ ভাগ শিক্ষার্থী। বিজ্ঞান বিভাগে ফেলের হার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ। পরীক্ষা মানে শুধু ছাত্রের মূল্যায়ন নয়, পুরো শিক্ষা পদ্ধতির মূল্যায়ন। অর্থাৎ, কী সিলেবাসে কোন আয়োজনে পাঠদান হচ্ছে, শিক্ষকরা সে সিলেবাস ছাত্রদের নিকট Communicate করতে কতটুকু সৃজনশীল, ছাত্ররা কতটুকু ধারণ করছে, ছাত্রদের ধারণ করানোর জন্য পরিপূরক আয়োজন কতটুকু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছে, উত্তর পত্র কিভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে ইত্যাদি। পরীক্ষা শিক্ষাপদ্ধতির একটি অংশ ছাত্র। এত সংখ্যক শিক্ষার্থী যখন ফেল করে তখন কেবল শিক্ষার্থীদের মেধা-যোগ্যতাকে দায়ী করা চলে না। বরং যে আয়োজনের মধ্যে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করেছে সেই আয়োজন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রস্তুত না করে চাপানো সিদ্ধান্তসমূহও প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

২০০৯-১০ সেশনে যখন সৃজনশীল প্রশ্ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়, তখন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এক সার্কুলারে নানা গালভরা বুলি আওরানো হয়েছিল। কিন্তু অসঙ্গতির পাহাড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরিকল্পনা কতটা অকার্যকর তার প্রমাণ পাওয়া যায় *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, টিসিবিকে কার্যকর করা এবং গরিব মানুষের জন্য রেশনিং চালুর দাবি

রমজান উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার দাবিতে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে ৬ জুলাই বিকালে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জহিরুল ইসলাম ও ফখরুদ্দিন কবির আতিক। সমাবেশে পুলিশ বাধা প্রদান করলে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল হাইকোর্ট মোড় হয়ে পল্টনে গিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, রমজান আসে মানে দেশের মানুষের জীবনে অভিশাপ নেমে আসে। কারণ রমজানের চাঁদ দেখার আগে মানুষ বাজারের আগুন টের পেতে শুরু করে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

স্বৈরতান্ত্রিক মিলিটারি ও মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ষড়যন্ত্রে মিসরের গণতান্ত্রিক শক্তির অর্জিত বিরাট সংগ্রাম বিপন্ন

মিসরের জনগণ ২০১১ সালে এক গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিল। সেটা শুধু আরবে নয়, গোটা পৃথিবীতেই আলোড়ন তুলেছিল। দীর্ঘ ৪১ বছর মিসরকে শাসন করেছিল মোবারকের পুঁজিবাদী-স্বৈরতান্ত্রিক মিলিটারি শক্তি। দল-মত নির্বিশেষে জনগণের অভ্যুত্থান তাকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামিয়েছে। সংগ্রামী জনগণ ৪১ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল।

কিন্তু গণআন্দোলনকে অভিষ্ঠ ধারায় নিয়ে যাওয়ার মতো সঠিক নেতৃত্ব ও উপযুক্ত সংগঠন না থাকায় আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে মৌলবাদী মুসলিম ব্রাদারহুড ক্ষমতায় আসে। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ বাড়তে থাকে। *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫ E-mail : spb.convention2014@gmail.com